I might be writing what people expect me to write, writing from that place where I might be ruled by economic considerations. To overcome that, I started working with my dreams, because I'm not so censored when I use dream material.

Kathy Acker

© WIZARDS OF THE COAST

Issue: 4, Dec, 2013 * Editor: Dipankar Dutta * Email: deepankar_dutta@yahoo.co.in * Mobile: 9891628652 * Delhi

Shunyakaal 1st issue: www.shunyakaal1stissue.yolasite.com
Shunyakaal 2nd issue: www.shunyakaal2ndissue.yolasite.com
Shunyakaal 3rd issue: www.shunyakaal3rdissue.yolasite.com

কাব্যডায়েরি

দেবযানী বসু
কয়েকটা হেটেরোসেক্সুয়াল দিন

৯/১০/২০১৩
সময় – রাত -১১

তুমি কোথায় ......তুমি কোথায় ...... তুমি কোথায় ...... আজ পঞ্চমী টিয়াদের মৃদু পালকে ঢাকা জননযান ...... ওদের চিলতে জিভে ঝালের পারদ আমি জিভ পেতে টেনে নিই। ফাটা আকাশের প্রথম স্তরে সতর্কতা পিলিনের। ফাটা রেকর্ডের ঢঙ্গে দূরদর্শন দেখিয়েই চলেছে। মা কালীর মুখে চুষিকাঠি...... কাল শ্রী বোতলের সঙ্গে দেখা হবে। বোতল খোলার আগে বোতল পুজো চায়। নমস্কারি হাত আর ধোঁয়াল স্রিম্প...... ঘুমের ওষুধ পুজোর বাজার ঘুরে ক্লান্ত... ষোল দিন

ধরে চাঁদের বিষ জমছে ...... সেটাও তেতো বাদাম দিয়ে খাই রোজ ...
কাল অবশ্য ভুলে গিয়েছিলাম।
পাড়ায় বাজপড়া প্যান্ডেলে ব্রক্ষ্মপুজো হল। এখন নাকডাকার মন্ত্র ও আমন্ত্রণে আমার ঘুম আসছে। ঘুমপিপাসিত কবিতাতে কি বিরক্তি থাকে বেশি.... ক্রিশ্চিনা রসেটি, বিনয় মজুমদার কিংবা অজস্র বর্ণ নীরবরাখা কোনো নামের কবি কি বলবেন ?

মিঃ শ্রীবাস্তব দার্জিলিং থেকে ফিরে আসছেন। পিলিন ও ছাতার সম্পর্ক ভেবে আমি উল্লসিত... ওর বেটাইমস অফ ইন্ডিয়া বন্ধ দরজার সামনে

<u>১০/১০/২০১৩</u>
রাত - ১২

অনিত্য বর্তমানের মান বাঁচাতে পারি না। ঢাকের ডেসিবেল ভাবছি। কাইনানা সেকেন্ড সেক্স...... আজ ষষ্ঠী.... আলোর পোশাক পরেছে নতুন রাইটার্স বিল্ডিং , ওকে চুমু খাবার ইচ্ছে রইল। মাইকে মহিষমর্দিনীর ঘ্যানঘ্যান ...... টিয়াদের ঘরেফেরা বিকেলে শোনা হল না। সন্ধ্যাবেলার ইমিউন রক্ষা করে কমন মনখারাপ ... মাইকের জয়... মাইকির জয় ... সার্চলাইটের আলো মাখতে ভালো লাগছে। প্রতিটি বাতিদন্ডকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ক্রিম ফ্রিতে দিয়েছি। বিখ্যাত সরণিগুলি আমাদের ভুলে যাবে। আমাদের আদর দেখো না। বাতিদন্ডের চোখে হাত ঢাকা দিয়েছি। স্লিং করে ঝুলিয়ে রাখছি অপর চাহিদা, অপর কবিতা, হাত বেয়ে ব্যথা হৃদয়ের দিকে......
ইসবগুল খেতে হবে লেখা শেষে।

একা দেয়ালের এতো শত্রু দেখে অবাক... আমিও এক শত্রু ... এই ছবি সে ও আমি। ‘ HERE IS MY PICTURE: TAKEN LONG AGO. IT APPEARS ON FIRST GLANCE TO BE BLURRED’ - পড়ো আবার পড়ো উইথ চিলি চিকেন ...... পড়তে পড়তে কবিতা - শরীর ধরেছি বহুবার। কবিতা চেনাতে গিয়ে এই ঝুঁকে পড়া ... আর ব্যথা পাচ্ছে চুলের ক্লিপ... আশা জাগাচ্ছো ...... যেন আমার ঠোঁটের তিলজন্ম রিল বাই রিল দেখাতে পারবে ... গুডনাইট কিস...

<u>১১/১০/২০১৩</u>
রাত - ১১ - ৩০

আজ সপ্তমী... খুব ক্লান্ত... আনন্দের পরিমাণ বেশি... বর্তমানের নিত্যতা অনিত্যতা নিয়ে ঘৃণা ও ভালোবাসা দুটোই জাগছে। নতুন ব্রেসিয়ারের গন্ধে শপিংমলের মুখ ডুবেছে...... একটা SERENE ..... সমাধি ও ফুলেরা... বেশি আসে পরিবার ... প্রেমিক প্রেমিকারাও আসে ... মাছ চুরচুর পুকুর... প্রচুর মিথ্যে কথা জুতো খুলে বাইরে রেখে ঢুকি। এতো মিথ্যে কথার যোগ্য আমি কি ছিলাম... ঋষিভবনে অনেকদিন বাদে এলাম।

বিষাদের বিপরীতে চিলি চিকেনের সঙ্গে পরোটার অর্ডার কাজ করে অলৌকিক। অলৌকিক চেয়ে সে আনুল গলে জল হয়েছিল।

প্রচুর হাঁটলাম বিজ্ঞাপনের হোড়ডিঙ থেকে দূরপন্থে ... গাড়ির হেডলাইটে হৃদস্পন্দন মাপা হল। আকাশের যতো তারা ততো বান্ধবী

আমার… বান্ধবী সাফল করতে করতে চোখের পাতা উল্টে যায়। পারফর্মান্স কবিত্বের ছাঁইয়া ছাঁইয়া থেকে হাফ আখড়াই তক লড়াই চালিয়ে যাবো।

কেক বানাতে গিয়ে নুন বেশি পড়ে গেছে। কালকে মুদি সারবো। কবেকার সাহেব আর কুমকুমের সঙ্গে দেখা হল। ওদের নিয়ে একটা গল্প লিখি যদি ……

<u>১২/১০/২০১৩</u>
রাত - ১২

দিন ও রাতেরা বেশ গিজগিজ করছে … হেঃ পুজো কিনা… রাত ধমকে পার করতে পারি না। পায়ের তলায় চটচটে রাতের ডিম - আলো। আজ অষ্টমী …… সোনার আংটির ফুটো দিয়ে চাঁদ যাতায়াত করছে। মেসেজ আসছে হুক্কা নলের হামিল আল মাস্ক চারকোল বেয়ে। নেলপালিসের তুলি বাড়ি ফিরুক না ফিরুক ভ্যাজর ভ্যাজর করবেই। নেলপালিস রিমুভারের সঙ্গে কথা বলি ততটুকুই যতটুকু নেলপালিসের সঙ্গে বলি না। আমার জরায়ু শিউলি ফুলের বলে ইদানীং আনওয়ান্টেড সেভেন্টিটুর দিকে তাকাই না।

বড়রা কেউ কেউ ওয়ালজ নাচতে লজ্জা পায় বলে ছোটোরা ওয়ালজ নাচল - দুদুভাতুদুদুভাতু… স্পেস্যাল বড় হিসেবে আমি খুব এঞ্জয় করলাম।

আন্দোলন ছাড়াই স্বীকারোক্তিগুলি ছড়িয়ে পড়ছে আন্দোলনকারীদের

হাতে। গত বছরের আমার একক ধুনুচি নাচের ক্যাসেটটি কোথাও হারিয়ে গেছে। আমার দ্রৌপদি জন্ম বর্ণনাভঙ্গি পেয়েছে। ওরা বলল আমার কবিতা নাকি মালবিহীন কবিতার আর্তস্বর। মাল খালাস করার স্বপক্ষে পাঠকরা একটুও অবান্তর বলে না।

অপেক্ষা করে আছে অবজেক্টিভ একক 'আমি' এবং 'কয়েকজন' সাবজেক্টিভ অরূপ... অলক... অসীম...

<u>১৩/১০/২০১৩</u>
রাত - ১১-৩০

কাকে কাকে গালাগাল দিয়ে মনের আরাম হয় বিলুপ্ত আর্মচেয়ারকে বলতে ছেয়েছি। আর্মচেয়ারটা থাকত ব্যাল্কনির ডানকোণে। পই পই করা বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি। হেঃ সেও তো অনেকদিন হল হাইবারনেসনে আছে। তাকে তুলব এবার ভোর পাঁচটার লুঙ্গিডাঙ্গ গানের ভৈরবী সাঁতরিয়ে। আজ দশমী ......

পাশের আয়াসেন্টারটি রাতে ঘুমোচ্ছে দেখে আনন্দ হল। রাত দুটোয় ডিমসিদ্ধ... আর কানঝোলা কুকুরের ডাক ... এসব প্রাকৃতিক দৃশ্য বরাদ্দ আমার। ডুগগুর সঙ্গে মোলাকাত হচ্ছে না দুর্গাপূজোর কারণে। ম্যানেজার ছুটিতে... ওকে শেকল সুদ্ধ নিচে নিয়ে গেছে। ভাবছি লিকার চা খাওয়া বন্ধ করলে কেমন হয়। বিজয়ার কোলাকুলির সময়ে কোত্থেকে একটা হুলো এসে পায়ে পায়ে ঘুরল খানিকটা। বিড়াল ও কুকুরসিদ্ধ আচার্য কবির কথা মনে এল ...খ্যাপা এখন নিজেকে বি

এম ডব্লুর উপযুক্ত করে তোলার সাধনায়। একডজন দেশি কুকুর গাড়িতে....

কাল নবমী ছিল... ডাইরি লিখতে পারি নি। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের পৃথিবী থেকে ফিরতে পারি নি।

<u>১৪/১০/ ২০১৩</u>

রাত - ১১

একাদশী... পান্তা ভাত আর কচুর শাক দুপুরে খেলাম। নবমীর রাতে মদঘোল হলাম ... এখন ভাবলে মুস্কুরানো ছাড়া উপায় নেই। এবার পার্টিতে মিঃ বাসুকে বুলি বানানো হল। আর পাশের ঘরে চৌধুরী আর আমি বরফ আনতে গেলাম। বরফে পারিজাত গন্ধ...

মৃত নীলকণ্ঠ পাখিদের নখে দুর্গার মুখ চিরে গেছে। সেলিব্রিটিদের পায়ের ধুলোয় মণ্ডপের একা প্রদীপটি.... পিলিনের মাত্রা চড়েছে নন্দনের ওড়া পায়রার বকবকমে। ব্লক সি র সেনগুপ্তরা স্পেশাল বিজয়া করলেন সন্ধ্যাবেলায়। আমেরিকান জামাই শচিনের কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

উড়াল দেওয়া বিছানার কবিতা লিখি। জুতোর পাখি... ব্যাল্কনির পাখি... দুবার একই বাসায় ফিরে এসে ডিম ফোটাল। জুতোয় জমা অনেকদিনের বালি আর নুন... যা হারিয়ে যায় তাও ঐ পুরনো জুতোর ভিতর ... মন ভালো না থাকলেও কবিতালি... স্বপ্ন আরেকটু স্থায়ী হলে গাছটাও লম্বা হত সন্দেহ নেই। গাছেদের জিরোবার টাইম নেই।

অচেনা ইমেল যে সব পাখিদের ডানায় লুকানো তাদের গায়কপাখি হতেই হবে। আমি সে সব নৌকায় চড়ি জাদের তলপেটে স্যালাডের গন্ধ ...নখে আলভেরা চাটনির... পুজোসংখ্যার মুফত পরামর্শ...

১৫/১০/২০১৩
রাত - ১১

বেশ অনেকদিন পর জিমখানায় গেলাম আজ। ওখানে শরীরের ফ্যান গেলে ফেলতে হয়। সকাল থেকে বেজে চলেছে ‘লাগলে বলবেন’ ডোরবেল। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলেছি বৃষ্টিকে অথবা বৃষ্টিকে কাঁদতে বারন করেছি... মনে নেই। ফোন বাজছে... একা একা ফোনটা সুযোগ পেলেই সংগীত সভা খুলে বসে... একাই হ্যান্ডেল মেরে নেয়, আগে আমাকে সঙ্গে নিত... চাঁদ ছুঁয়ে ব্রহ্মর্ষি প্রতিজ্ঞা করেছিল যাবতীয় শস্যের শিকড় এনে দেবে... নাহলে ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না।
আলোখেকো শ্যামা পোকাদের দেখে আনন্দ হচ্ছে। পুজো লাগতেই জিনিসের দাম বেড়েছে। দামের পিছনে আমরা ছুটছি ...। এই সুযোগে ছায়া রোদ খেয়ে যাচ্ছে। তারক মেহতাকা উল্টা চশমা সোজা করার চেষ্টা করি ,ঘুম তাড়াতাড়ি আসে। আইসক্যান্ডি সেজেছে পাশ বালিশ দুটো... কোন সময় ওরা ষণ্ডা সাজবে বুঝি না ... আজকাল কেউ ঘনিষ্ঠ হতে এলে অফিসিয়াল হাসি দি... সব চাইনিজ মোবাইল

আমার কলাবৌ। কাজলিকা চোখে জ্যাক স্প্যারো ঘুমোচ্ছে ... কলম হাই টানল।

১৬/১০/২০১৩
রাত - ১২

সন্ধ্যার ধূপে শাড়ির পাড়ে ফুটো... বাবুরাম লেনের যে বাড়ীটায় চুরি হয়েছে, উঁচু পাঁচিলের জন্য যেতে আসতে চোখ চলে যায়। চোর ভেবে ভেবে ঘুম পাতলা হয় দূরভ্রমণে। পাশের গলিতে যথার্থ পুরুষেরা ট্যাপকল খুলে আটকাতে ভুলে যায়।

চোরের চৌষট্টি রঙ্গের সঙ্গে আমার রথ খুলতে থাকে। এ পাতের ঝোল খেয়ে ও পাতের দাম চোকাই। বস্তি থেকে মশামারা ধোঁয়া আর বহুকোটি আলোকবর্ষের ছিটকে আসা শুভেচ্ছা চোরকে দিলাম আমি। চোর ও মনুষ্যত্বের মাঝখানে অফুরন্ত নারকোল ফাটে...

আজ আলুর দম পুড়ে গেছে। মুগডালের শিশিতে চিনি ঢেলে ফেলেছি।

চাঁদ এই নিয়ে চারবার ওয়াশ করে এল। বাঁকা হ্যাঙ্গারে সোজা ঝুলে থেকে এই দশা আমার। কবিতাপাঠ কোথায় হবে আগামিবার এই নিয়ে জলপুলিসের কপালে ভাঁজ পড়েছে। দু পক্ষের কাঁটাতারে ভয় মাখা...

হাঁটুতে দমদম লেগে গেছে... হরিবোল দিতে দিতে গাড়ি পাস করে গেল... কোন হামবাগ যেন বলেছিল তার ডাইরির পাছায় লেখা আছে

আগামি শতাব্দীর বেস্টসেলার চোরের নাম। লেখা আমার কিন্তু লেখকনাম ওর ...

১৭/১০/২০১৩
রাত - ১১ - ১২

ঠাকুরদাকালের ঘড়িটিতে গুমোটদোল আর ফর্সাদোল অপশন আছে। কবির জীবন কিছু বিশেষ খাবারের সঙ্গে সঙ্গ দিতে দিতে শেষ। মরা চামড়ার ডাইরি... তারিখে সামুদ্রিক বিস্কুট আর গং ... জন্তুর নাভি শুকিয়ে দড়ি.. রাতের নিজস্ব ছায়ার সঙ্গে হাঁটলাম ... রাহু গলায় আটকে বিষম খেলাম। আমার কবিতা ক্রমশ আপাত গম্ভীর হয়ে উঠছে। প্রেম কখন ব্লকবাস্টার হল খেয়াল করিনি। খড়কে কাঠি কোথায় গুঁজলে স্থায়িত্ব পাবে...

মিঠি কাঁদছে ... ওর শৈশব বাবাটব থেকে মাটবে ঘুরছে...ফিরছে... বিজয়া সম্মিলনে শুনছি লাঠির মার্শাল গ্রুপ আনা হবে। গত বছর মেয়েকে নিয়ে প্রীতম এসেছিল।এবার জল ও পানি পেরবে না। লাল ফড়িং এর গণ সংগীত আর গর্জন করতে অজ্ঞ বাঘের সংগে ওর দেখা হবে।

ফ্যালনাকুড়ানি ডাইরি... স্টুডিয়ো পাড়ার ফুচকা খেলাম। মন খারাপের ধান অবেলায় চাষ দিয়ে চাঁদের জন্য তারা খুঁজে দিয়েছি। এদিনের ভ্রমণে নৌকো ডাকে নি তাই নদীর দিকে আর গেলাম না। বাদামবন্ধু শহিদ মিনারের নিচে লুকোচুরি খেলতে খেলতে নিজেকে রাজনৈতিক

করেছে। শিউলির গা গরম হলে আমারও হয়। পোত - শরীরের বাকি
অ্যাকোঅ্যাফট কাল লিখব… যথা ও যত মিলে চুমুসময়… চুমু ও
সময় মিলে দিন ভারি … ডিভোর্স পেতে দেরি… নন্দিনী কাছে এসেও

কাব্যডায়েরি

রবীন্দ্র গুহ
নরকে লং জার্নি

২০১৩, ছয়ুই জুন
শহর কলকাতা

সে অর্থে এ-শহর শহরের মত নয় মরদগেঁড়ে বাসি বীর্যগন্ধময়
নরক যেনবা -- জরীফুলে স্নায়ুতে বিস্তর হলুদবীজাণু ঘৃণা ক্ষোভ
লুচ্ছামি হীনতা নীচতা
নরকের সিঁটোন শরীরে বসন্ত রহস্যময়। চলো,
ছদ্মবেশ খুলে নরকভ্রমণে যাই আজ --

২০১৩, সাতই জুন
শহর কলকাতা

শহরে চত্বরে আলোতে ছায়াতে অসংখ্য জ্যামিতিক চৌকোচিহ্ন, আর
সার সার বাঁধানো বেদী -- বেদীর ওপর তপ্তখোলায় পল্লবিত
ফুটন্ত তৈলপাত্র --
ক্ষুব্ধ দ্রুত-যন্ত্রযান শরীরে শতনালী ফণা সূত্রহীন কাঠামো

ত্রিশের আয়ু শঙ্খস্তন দাম্ভিক উরু
শতাব্দীর উলঙ্গ রমনী -- তুমি কি গহরজান ?
দুয়ো দেয়া শব্দ অতিরঞ্জিত হতে পারে, তবু তুমিই বাস্তবিক
পোস্ট-কলোনিয়াল
শরাব য্যায়সা তোমার বদতমিজ় দিল,
হ্যাঁ, শরাব চিজ় অ্যায়সি হি হোতি হ্যায় --

২০১৩, আটই জুন
শহর কলকাতা

নাহ্, তোমার শয্যা শীতহীম বিছানায় নয়। তপ্তখোলায় পল্লবিত
ফুটন্ত তৈলপাত্রে

২০১৩, নয়ই জুন
শহর কলকাতা

দানবিক সংগম সেরে জ্ঞানী পুরুষ আসে, লিঙ্গ থেকে
বীর্য ও রক্ত চোঁয়ায়
জল চাই ? জল ? কঁকিও না। নরকে রয়েছ এখন
গুমখুন করবো না তোমাকে -- লাইটপোস্টে ঝুলিয়ে রাখা হবে, আর
পায়ের তলায় জ্বলন্ত মশাল, চচ্চড় পুড়বে চাম
আগুনের খর-জিভ মাংস খুবলে খাবে, ঝুলবে আধখানা পা
শূন্যবোধের পরিভাষা নেই, এ-মৃত্যু ব্যাকরণহীন --

২০১৩, দশই জুন
শহর কলকাতা

কালসাপ আসে "কে হত্যাকারী" বলে গিলে খায় পাকসাটের আলো
আর কন্যাভ্রূণগুলি -- "ওই দ্যাখো, ছেরাং পাগল, আমার বাপ" --
নিত্তিকার ঘটনা বিনুজল এসকল

২০১৩, এগারই জুন
শহর কলকাতা

ঈশ্বর নয়, মানুষই মানুষের কর্তৃত্ব করে "বচকে তু রহনা রে" -- মায়াবী
ফ্যাকফেকে লাবণ্যহীন দিন নরকে বসন্তঋতু -- সদ্য মা হওয়া
বিবস্ত্র রমনী বায়ুপুলশীর্ষ থেকে দেয় ঝাঁপ, গঙ্গার এ পারে শহর
ওপারে শহর -- হাওয়ায় ছমছম বাক্যস্রোত ততোধিক মর্মান্তিক চিৎকার,
কেউ দৌড়ায় -- কেউ হাঁটে শীর্ণ হাত দুলিয়ে দুলিয়ে -- জীবনের কোন
বলা-কওয়া নেই -- জীবন তাকে কিছুই দ্যায়নি -- নিজেই নিজের যৌনাঙ্গ
খুবড়ায়, চামড়া, হাড়, মাংস ছন্ন ছন্ন -- চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে ক্রোধ,
কেউ তার দুঃখবোধ যন্ত্রণা বুঝতে পারে না -- বুকের ভাঁজ উল্টে যায়,
অন্তরীক্ষে কতরকম আওয়াজ -- কটূ কর্কশ পাশবিক আই ইক্কি কিঃ --
তারই মাঝে গীত -- গীতের নিমিত্ত গীত -- "হৃদি মাঝে রাখিব, ছেড়ে
দেবনা, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাব না" -- নরকের
গন্ধ মাখা আপাদমস্তক -- পলাব কোথায় ? অনেক তো পাপ
কর্লুম -- শরীর বড় গণ্ডার হে --

২০১৩, বারই জুন

শহর কলকাতা

জীবনের নামে হু হু জীবন গন্দা হ্যায় পর ধান্দা হ্যায়
স্মৃতি কল্পনা কামনা কি পাপবোধ ? ধর্ষিতা, তোমার নাম কি ?
গীতা, সুনীতা, জুবিনা, সার্জিনা --
ধর্ষিতা তোমার বাড়ি কোথায় ?
হরিয়ানা, দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা -- ঘৃণ্য ঘাটালের মাছি
নরক থেকে আর ফিরব না, কোনদিন চোখের মণিপদ্ম
জলে ভাসবে না --

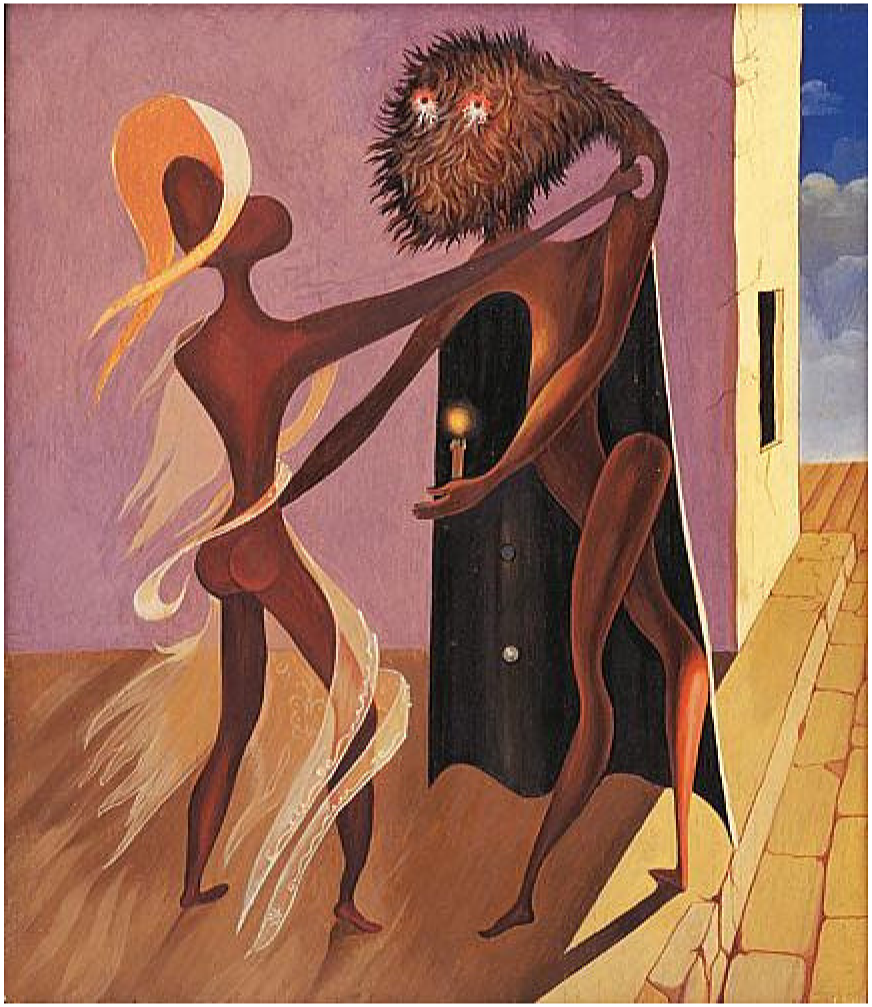

কাব্যনাট্য

কৃষ্ণা মিশ্রভট্টাচার্য

একটি গিলোটিন এবং তিনটি ঈশ্বর তনয়

[এই কাব্য নাটকটির তিনটি প্রধান চরিত্র ! একটি কোরাস ! তিনটি চরিত্রই কালো পোষাক পরবে ! ঢোলা পাজামা-কুর্তা ! মুখে কথাকলি নাচের মুখোশ পরানো যেতে পারে -- অথবা মেক আপ !
মঞ্চ প্রায়ান্ধকার -- সন্ধ্যা নামছে এ'রকম ! আস্তে আস্তে তিনটে চরিত্রকে দেখা যাবে ! বসে আছে চার পায়ে - চিবুচ্ছে কিছু ! স্পট লাইট একটি চরিত্রকে ধরবে]

পটক্র্যাক্ : মিথগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে ছত্রাকার
আশ্চর্য শরীর খুলে দেখে ছায়াগাঢ়
স্বপ্নের পৃথিবীময় মোসার্টের মূর্ছনা
বোধন এখন ! অধিপ্রান্তর বুনুয়েল
রেডিও থেরাপী -- বেদভাষ্য পতঞ্জলী
গর্ভবতী সন্ধ্যা ! এখন বোধন। নির্বাক
ভূমিবনধুধুল বনধুধুল বিভাস পাতা শরীর।
বোধন এখন !

[পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কের মুখে লাইট]

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক : বোধন ! কার ! প্রতিস্রোত অলকনন্দার
রক্ত গোধূলি মন্দার শিখরে সমূহ
তান্ডব। ঝড়। ফাইলিন। নারকেল বন ভাসানো
তুফান নর্তকী ঘুঙুর। পলেস্তরা ক্ল্যারিওনেট
অন্ধকার জুড়ুল ! সার্ফ লাইন ছিন্ন ভিন্ন ক্রুদ্ধ
সাইরেন ক্যানেস্তারা পিটানো হুহু সন্ধ্যা। উপস্থ

শীকর বিন্দু সান্নিপাতিক জ্বর বিকার ! সমুদ্র শ্যামল
ধনুক টঙ্কার। বোধন ! এখন ! কার ?

[আলো এবার তৃতীয় চরিত্রের মুখে]

নিপাতনে সিদ্ধ : হাসি পাচ্ছে আমার।
অথবা বমি ! হাসি !
সম্মোহিত বিকেল ; মুছে গেছে প্রাদোষিক বিষয়
আশয়। আশ্রয় বিন্দু -- পিপাসা -- ঘুম সিরিঞ্জ।
পাখিদের উড়ন্ত আকাশে মেঘ বর্বর।
ঝুঁটি ধরে বেলি ডান্স ! ফাইলিন ফুকো
নকশি গাঁথা লিরিক !

পটক্র্যাক্ : ঐ তো জল।
মাটির ভান্ড
পাতাদের সংসার
বাঁধানো চাতাল
ত্রিনয়ন এঁকে দিল
সাগ্নিক পুরোহিত
সন্ধ্যার কাঁথায়
বোধন আরতি। পঞ্চপ্রদীপে
মাঙ্গলিক গান।

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক : আহাহা ধম্মপুত্তুরেরা সব।
আমার ইয়েটা
টেমির আলো। রামধনু নাও
মা - মা - কালী করালিবদনা
ডাকিনী যোগিনী চৌষট --
বিদ্যুৎ ঢেকে ফেলছে বোধনের গান
হিপোক্র্যাট থ্রিলার
অলৌকিক সাদা রিবন
বেঁধে দিল গ্রন্থি

নিপাতনে সিদ্ধ : বলি হা ভাই তুমাদেরও
ঘরবাড়ি ছিল
কুনহানে। জন্মপত্রিকা
কুলশীল ছাওয়াল
জীবন
বইয়া পড় এই পাথার চাট্টানে। দড়িবাঁধা
জীবন। কিছছা কও শেষে রাইত পুয়াক।
তারারা আলো দিতে দিতে নিভে যাক
আইন্ধারে।

[মঞ্চ অন্ধকার। কোরাস]

কোরাস : মৃত্যু উপত্যকা জুড়ে প্ল্যাটিনাম বৃষ্টি
জোছনার রুমালে শ্লেষ্মা মুছে

সাফ্ সুতরো রাত মুখ দেখে
নিজস্ব করতলে
দর্পণ অহমিকায় তিনটি জীবন সমাপাতন ছন্দে
দড়ি বাঁধা
মৃত্যু অপেক্ষায়।
তিনটে জীবন ভালবেসে ঘাস নদী
ফুলেল সেন্ট-আঘ্রাণ
মোহময় রোমান্টিক জীবন ভাসমান
স্থির সঞ্চার পথ

[মঞ্চে আলো পালটায়। সকাল।]

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক : রাই জাগো গো
এমতি ভোর কণ্ঠি বৈরাগীর
উষম উষম আলো ; মায়ের
স্তনগন্ধী দুধেল স্বাদ -- চাঁদ কপালি
সঙ্গিনী মন বালিয়াড়ি অন্তরালে
দড়ি ছেঁড়া জীবন

নিপাতনে সিদ্ধ : বৃষ্টির দামামা
যুদ্ধের দামামা
ছিল না একরত্তি
কুয়াশা পথ ধরে   নির্মোহ চলা
নরম কচি বুকের স্লাইডে

ঘন পাখি টান
সূর্য মজুরেরা মাঠের পায়চারিতে
খেলা করে
কমলা রোদ বিন্দাস

পটক্র্যাক্ : ঘন কৃষ্ণ দেহ চাই
নিখুঁত আয়োজন।
লাউডগার নরম জজ্ঝা বাঁশের
সাঁকো আনুয়ার খলবলে বিষাদ
বিবমিষা শবযাত্রা রাতবোধ থেকে থেকে
কেঁপে ওঠা
জ্বরের বিকার হ্যালুসিনেশন
ঘাসপাতার নাট্যমঞ্চ
ছেড়ে যাওয়া
অন্ধ ছিছিকার।

[মঞ্চ অন্ধকার]

কোরাস : এতো রক্ত কেন ! কেন এই রক্তচন্দন
গোধূলি
ছেনালি আলোয় হত হয়
চাঁদ, ভদকার বোতল ফাটে
বিদ্যুতের মিসাইল অ্যাটাকে চানা মশালার
খুসবু

ছেড়ে দেমা লুটে পুটে খাই
হত হোক আরশোলা ইঁদুর অজনন্দন
গ্লাস নুডলসের মিলস্টোন ঘোরে
উইন্ডমিলের হাওয়ায় তারাযুদ্ধের সূচিত
বিজ্ঞাপন
সাদা হাওয়া রক্তময় ক্রমশ
ল্যাম্বারডন -- আর্ষপ্রয়োগ সময়বীজ ফেটে
লক্ষ লক্ষ মিসক্যারেজড্ ভ্রূণ
দেবীসুক্ত গিলে খায় কমলেকামিনী
সমাচ্ছন্ন সমারূঢ় শব্দরা এখন জাঁহাবাজ
দাঙ্গাবাজ ফেসিস্ট অহংময়
গাঁদাফুলের মালা সিঁদুর চন্দনে গিলোটিনে
মাথারাখে অপাপবিদ্ধ তিনটি
ঈশ্বর তনয়
সিঁদুর খেলায় রক্তদাগ মুখ গর্জন তিলক
নান্দনিক আকাশে কুসুম চিতার বিছানা
জলজ ইতিহাস মৃত্যুর, শূন্যতার ব্যালেট
কিংবা
বুলেট পেপার
স্মৃতিহীন ঝাপসা হাওয়ায় গম্বুজেরা
বদলে যায়
পটক্র্যাক্ ঢিল ছোঁড়ে
পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক টার্গেট খোঁজে

গরম কেটলির ধোঁয়ায় বিজ্ঞান হাতড়ায়
নিপাতনে সিদ্ধ
আর
এভাবেই মঞ্চের রং পাল্টে যায়।
বোধন কিংবা বিসর্জন
সিঁদুর কিংবা হোলি খেলা
ক্রিমসম নির্জনতায়
স্বপ্নের ঘোড়া
ডিম পাড়ে
নষ্টবীর্য ফেটে তুলতুল নরম নরম ...

বারীন ঘোষাল

কুকবিতার ঋতু

ফোকর
এমন নাও নাজুকের ছোট
যে সামান্য লিরিকটাও জল গিললো
সেঁচতে সেঁচতে আলোয় উলটে গেল তার সহবাস ঘরবার
তার = আমার = তার = আমার
                                        ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল বীণদূর
ট্রেকিং-এ একা হয়ে গেল
                          সাঁতারে
                                সংসারে
                                        মৃত্যুমুখে
সবাই হাততালি দিচ্ছে আর সে ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে
তবুও সেখানকার লোকাল ঈশ্‌শ্‌শ্‌-অর
আর একটা লালৌকিক মোটরসাইকেল
            তার ওপরে টুল
                    তার ওপরে পুষ্পে ইতি টানা
                                              তার ওপরে ------

ভিড়
       ভিড় না

সেও ঢোকে না
শাড়ি বাড়ি ল্যান্ডস্কেপ ঘিরে ফেলছে আমাদের
রোদায়ুন ও শিলানো তবু তার দু-পায়ের মধ্যে সিঁদ কাটা
যেন কেউ ফেউ ডাকে
মৃদু
ভাল লাগবে বলে

ভুলাভালা বেদনার উসপারে লালে লাল মৌ মওসম
চন্দ্রমল্লিকাগুলো খেয়ে ফেলছে রাজহাঁসের বাচ্চারা
সবুজের জায়গায় সঠিক সবুজ
রং-এর জায়গায় রং
বেরং-এর জায়গায় বেরং
নেই মানেই সবকিছু সাজানো মনে হচ্ছে কেন

এই যে সব কবির ঘাট
হয়েছে কবির গলি
দিন কে দিন গরমহংসীর মরুবোনা মামুলি স্বপ্নে টেরাকোটা রাত
তুমি টগবগ করে বিছানায় গেলে আমি মেশিনটা বন্ধ করবো
চালু করবো
বন্ধ করবো দেখে নিও
দারুচিনি বনের নামে আমাকে যথেষ্ট ওই করেছো এতদিন

আমার গা এই শিরিষ গাছ এই বৃষ্টি গাছ
ওকে সন্ধে লেগেছে নেতিয়ে
গা ঝাড়ায় সাতপানির গুঁড়ো
কণ কণারা সমানে হারায় অকাল রামধনু
ঘুমন্ত ফুলের গন্ধে শাঁখ বাজলো কি বাজলো না কি যায়
খোনা সুরে তোতলা তেতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলছ অবোধ্য মন্তর
সমস্ত আক্রোশ থেকে
বিরাগ থেকে
রাগ চলে যায় আরোহে
সকালে ওঠে না সেই বইয়েরা

উল্টে পাল্টে দেখে ভেবে ছুঁড়ে ফেললো উদ্‌ভ্রান্ত বইটা তাতে কোন ক্ষতি হয়নি কিংবদন্তী তারাদের স্রাবে
ফিরে দেখতে মুক্ত কুকুরেরা ঘেঁষে এল আর তাদের পা-তোলা দোস্তি সারলে ঋতু এল পাতারা পড়লো কিন্তু
সামান্য কিছু সেই ঝরাপাতায় দৌড়ে এল অভিমানী টিলার গায়ে গাছের গোড়ায় শুয়ে কাঁদলো বিলাসীর
জীবনী পড়ানো বই কেউ যেও না কেউ যেও না দ্যাখো শুধু যতক্ষণ ভাবনা গড়াতে থাকে দুঃখ বিলাস
প্রেমে টনটন করে ওঠে কবিতা ঢোকে না সেই ফাটল ফোকরে অথচ

প্রেমের ক্লাইমেক্সে পকেটের তলানিতে নেমে মোবাইলটা শিউরে ওঠে জানুতে আর ভেতরে ভেতরে দ্রুত
চলতে থকে স্লাইডের আনশোয়ে পাহাড়ের কিউ ফুরিয়ে আসে মেশিন গানের সুদিন
শুধু নাচতে থাকে গলা বরাবর ফুলমালারা

এই সব মোশন পিকচার ভাল লাগে না বলে
বেরিয়ে আসে কালো মোজা আর সাদা বেড়াল

কেউ কাউকে পারে না
জিভ দিয়ে চাটতে থাকে পা
তারপর কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে নদী
ওহোয় শীৎকার
ভাবনায় ভাবিত ধূপে রোদ হয়ে
রোদ হয় দূর
পাড় ভাঙে

মুখপোড়া সেই নদীও শুকোয় একদিন
তবু তার স্রোতের টানে আমার ভাসা থামেনা এ জীবনে
এ জীবন
সে নেই
তা-ও সেই নিয়ে যাচ্ছে
ছোটবেলার চোখের পাতা উল্টে দেখানো স্বাস্থ্যবই অমর রহে তাই
ফসিলতা অমর রহে
মনের জলে চান করি আর পূণ্য বেড়ে যায়
অথচ আমি পাপ চেয়েছিলাম

সবারই একটা শেষ চেয়ার থাকে শুনেছি
সেই শেষের চেয়ারে বসাবে বলে কার্তিক সারা মাসটা আমাকে খুঁজলো
এটা এখন মিউজিক চেয়ার চলছে
সুর কমে বাড়ে দোলে থামে বধির হয়ে যায়
তখন শব্দ বিলি করি

স্কুল বাজার বিছানায় রান্নাঘরে
কতরকম শব্দের গলায় ছিল খুন-শব্দ
হেমন্তের অরণ্যে আমার ছেঁড়া চিঠিগুলো লাশ হয়ে যায়
লাশদের তুলে কেউ পড়তে গিয়ে কাঁদে
ষাট ষাট করে কত টাকাজোন যোনি দেখনি তুমি
কার্তিক সারা মাসটা আমাকে খুঁজেছে দেখনি কি
আর কটা দিনত্রি – দ্বি – একমাত্র
আওর কেয়া

তবে ওই এক চিন্তা রিয়ার
ছায়াটা মিইয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেছে
আমি না আলোটা
চিমটি কাটি
সুইচ নাড়ি
ফুঁ দিয়ে হাওয়া দিয়ে আলোটা বাড়াই

আমার ছায়ায় বসা লোকটা কে
লোকটাকে ভাসা ভাসা চিনি যেন ছলছলিয়ে
ছানির আড়ালে ক্রমশ দে দোল দোল পরিষ্কার হয়ে উঠছে
ধানগাছ শুয়ে পড়ছে গীতার পিঠের আলোয়
গীতাও শুয়েছে ------
সিন এখানে অবসিন না হয়ে পাল্টে যায় রবীন্দ্রগানে

এই ঘুরেফিরে সুমধুর বায়ুগতিটি জ্যামিতি বানাচ্ছে শালা নরকের
যন্ত্র
ষড়যন্ত্র
আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে নাকো
অথচ আমি পাপই চেয়েছিলাম
হলহাল্যে কি বুরা চোখের তেজাব রে
চারপাশে দেখি মৃত মানুষের ঢিলেমিনে পোজ
আমার বদলাটা বিরক্তিকর নাটক করে চলেছে
সব যেন আমারই মুন
সব আমারই চরিত্রের আকাশি টুইস্ট
আমি জানি না কি করে হবে শালা চুলোয় যাক
আমি পাপ চেয়েছিলাম
আমাকে রোলটা দাও ব্যাস
আমার এখন হৃদয় নেই
জায়গাটা খালি
কেউ আর বলতে পারবে না দিল দিলে না গো

তাদের মৃত্যু তাদের
আমারটা আমারই
ভগবান জানে আমি চেষ্টা করেছিলাম ওদের মতো হতে
ওরা দেখতে দেখতে এসব পেরিয়ে গেল

আমি পারিনি
যা আমাকে এই গানের শেষে এনে ফেললো
একটা চেয়ার দিলো রিয়ারে
দিলো দিলো না দিলো দিলো না
এই সংশয়ে বসা হয় না আর

সৌরস্নান শেষে ভিজে গায়ে আদুল হতে আসা এই কবিনাগরে
বাচিত হলে
ভাবনায় নরনারী হলে কোল চায়   কোল
রঙম হল্লায় আঁকা পথের ধূলোয় কোল চায় যে জন
এত কী কোথায় কোকিল লুকানো যে
হিম হয়ে আসে তার অচল মাইল
আপনা ম্যাজিকে আপনি দিওয়ানা আজ চোঁড়া পাপ দিচ্ছে

সান্ত ব্যথাটি তবু অসান্তির ধীরে গাইছি আমি
এখন আমি আগুনের ধারে আমি বসে আছি
আমি নেই
এখন স্মরণ করো সেই আমি = তুমি = আমি = তুমি কমান্ডটা
আর এই কুকবিতায় যেখানে সেখানে বদল করা যায় সর্বনাম করো
ধরো গড়িয়ে পড়ছো   ক্রেভিসে ফসেছো   কেউ নেই
ধরো রাজা হয়েছো এইমাত্র হার্লেমের
আর প্রজারা জয়গান গাইছে তোমার কেন জানো না

মৃত্যুর ছায়ায় তোমার ধরো এই অবাক কবিতাটি রচিত হচ্ছে

আমার মন জুড়ে বসেছে তোমার নির্জন শরীর
কোথায় গেলে তুমি
শুধু শুধু পাহাড়িয়া কিঁউ অচল
সেই ধারণা নিশ খুঁজছে নিশায়

" মা, মা-গো --- নিরাময় দাও
অজ্ঞেয় অতৃপ্তি থেকে বহুদূরে এসে
শিকড়ের নুন জল খুঁজে খুঁজে
দেহজুড়ে খনিজ আঁধার নেমে এল "

গত ১১ই নভেম্বর ২০১৩ আমাদের ছেড়ে
কবি অনিকেত পাত্র চলে গেলেন নিজ নিকেতনে

কবিতা

শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী-র দুটি কবিতা

অ্যাসাইলাম

প্রাতরাশ সারা হলে নির্জন থালার থেকে মুখ তোলে বিষণ্ণ পাগল।
বন্ধ পাখার দিকে তাকালেও গতি মনে পড়ে,

মনে পড়ে গরম দুপুর পেতে মাদুরের দেহাতি সঙ্গম --
কালোচাল- বাছা হাতে ক্ষুদকুড়ো গন্ধ- মাখা অকস্মাৎ কি দারুণ স্বাদ,
আগুনের পরবর্তী পর্যায়ের কথা ভাবতেই পাগল হয়ে যায়।
আষ্টেপৃষ্ঠে আসে খাতাভর্তি ভয়াবহ চিৎকার, অসমাপ্ত রাগ,
উচ্ছিষ্ট কাঁটার মতো পড়ে থাকা বিজন অক্ষর।
তবুও এখনো তার বন্ধ পাখার দিকে তাকালেই গতি মনে পড়ে --
গরাদের এ'পারে থাকতে আর কেউ পাগল বলে না,
প্রতিটি মুখের পাশে লেগে আবেগান্ত এঁটো, অনুভূত কলস্বর, ভুল ...
প্রাতরাশ সারা হলে, মলমাসী মুখ তোলে অবাধ্য ও বিষণ্ন পাগল।

তোমাকে, প্রথম চিঠি

অসংলগ্ন জলে তুমি সারিগান ধুয়ে নেবে ?
ততও সহজ নয় চুমু- পরবর্তী সৎকার।
ঘাম দিয়ে, জ্বর ছেড়ে উঠে গেছ সাবেকী কথনে --
কথাবার্তা, পত্রালাপ, সান্ধ্য মনোটোনাস বিভ্রম।
দূরত্ব শব্দের কাছে, দৃশ্যমানতার কাছে যত ঋণী
তত উচ্ছন্নে গিয়েছে এই করতলগত সব রেখা ...
অন্ধের মত সব বাধ্য কড়াঘাত দিয়ে ভাত মেখে চেটেপুটে খেয়ে
ফেলে রেখে গেছ, এঁটো থালাময় উদ্ভিন্ন বলিরেখা --
বাসভবনের মেঝে শান্ত অবুঝ শুয়ে আছে ঠিক যেমনটি থাকে
ছেড়ে যাওয়া এতখানি সহজ, বিভ্রমময় তবু
ততটা সহজ নয় চুমু- পরবর্তী সৎকার ...

পায়েলী ধর-এর চারটি কবিতা

স্যাটানিক ভারসান অফ নাথিংনেস

যখন একটা মোমবাতি লিখতে চাইছে অরণ্য-শহরের আত্মজীবনী, ঠিক তখনি প্রতিটা রাস্তার আততায়ী ফেস্টুন জানিয়ে দিচ্ছে ; আম আদমি কে লিয়ে দো-বখত কা রোটি-পানি-বিজলি-নাপাক মোহাব্বত-আর বেহেশতের খোয়াব এ'মুহূর্তে মানব সম্পদ উন্নয়নের স্বার্থে বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে বদলে ফেলা হতে পারে প্রতিশ্রুতির খোলনলচে অবশ্যই স্বভাবজনিত কারণে। ইতিমধ্যেই সমস্ত ফাঁক ফোঁকড় বন্ধ করে সাপ আর নেউলকে কিস্তিমাতের খেলা শেখাচ্ছে খুদ আর কুঁড়ো। প্রশিক্ষণরত উজবুকদ্বয় সাধ্যমত আয়ত্ত করছে চুস্ত ডিগবাজি, নাকে খত, পাশাবদল এবং পাশ ফিরে ঘুমোনোর কৌশল। কয়েন টসের রহস্যপিঠ দিন কয়েকের ভিতর হিসেব কষে জানিয়ে দেবে দুই অভিযোজির উদবর্তিত যোগ্যতার ফলাফল। শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনে উঠে আসবে ফুল-বাতাসা, রক্তছবি, ধারালো থাবা, বিষ বিষ স্বপ্ন ও হিং টিং ছট। সামগ্রিক আয়োজন শেষে হাভাতে শহর এখন পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভাবি কেউকেটার উৎস সন্ধানে।

কমন এররস

নাম কিছু একটা ছিল। হয়তো 'আগন্তুক'। ইচ্ছানুসারে কখনই যাকে বসন্ত বলা হয়নি। এখনও ঝড়ের সাথে অভ্যেসমতো বর্ষা আসে। ইলশেগুঁড়ির ফোঁটায় ফোঁটায় গাঢ় হয় ছন্দপতনের রহস্য। উড়োচিঠিতে লেখা থাকে নতুন জন্মের রূপান্তর। পিকাসোর তুলি থেকে ধীরে ধীরে খোলস ভাঙে রেট্রোস্পেকটিভ তুলো মেঘ-ছোট্ট টিপ-হাল্কা লিপস্টিক আর বীজপত্র। সাতশো স্কোয়ারের হেমিস্ফিয়ারে আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পরে হাফ শার্ট-স্কার্ট-ক্যাপাচিনো-তেল জল- তৎসহ পুরনো কাসুন্দি। পূর্বাপর সম্মোহনের যাবতীয় জল্পনার বেলাজ দাঁত খিঁচুনি ভেংচি কাটে অষ্টপ্রহর। আপৎকালীন তৎপরতায় আচমকাই সামলে

ফেলতে হয় ঝকঝকে নীল চোখ, মাদক গাঁটছড়া, উলুবনে মুক্তো আর মরফিন দিন গুজরান। তারপর সমস্ত সাংকেতিক বোঝাপড়ার রাখঢাক আবার গুলিয়ে ফেলে একটা প্রতিশ্রুতির নাম, আগন্তুক-বসন্ত অথবা মুখোশ।

ক্যাটাসট্রফ

স্বর আর ব্যঞ্জনের কোলাবোরেট স্তুতি আওড়ে চলছে সংজ্ঞাহীন বেসাতি দিন। উষ্মাকেন্দ্রিক বেবাক বয়ান আলজিভে ‘ৎ’ হয়ে ঝোলে। কর্তার পিঠে ক্রিয়া সহযোগে কর্মের কূটচাল গড়ে তোলে রেগিস্তানি বাক্যশস্য। জীবাত্মা এসময় ঘুমিয়ে পরে ধ্যানস্থ্ ভেক-সন্ন্যাসীর ভূমিকায়। স্পেস ভিত্তিক ইঁদুর জন্ম কখনো বেড়াল কখনো বাঘ হয়। প্লেটোনিক ক্লাসিফায়েড ডিশ থেকে ক্রমশ উবে যায় প্রতিদিনের বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম। খেড়োর খাতায় সেসময়ও অনিবার্যভাবে লেখা হয়, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস অথবা দুইয়ে দুইয়ে শূন্য। এরপর নিশ্চিতভাবেই প্রতিসরণকে বিপ্রতীপ করে সরলরৈখিক ছায়া বরাবর একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে ক্যাটাসট্রফিক অব্যয়।

বৃত্ত বিম্ব

বুনো গন্ধের চোরা ভাঁজে আটকে গেছে বিষ ফল।
ব্যবচ্ছেদ ছবিতে ধরা পড়ে বিষাক্ত দাঁত নখ।
উলম্ব তল থেকে উঠে আসে নাভিশ্বাস।
অন্তরমহলের দখল নেয় ছানা-কাটা চিমটে।
চড়াই উৎরাই পেরিয়ে যায় অতর্কিত সার্চলাইট।
ভেদ্য পর্দার এ’পাশ ও’পাশ পাশা পালটে গড্ডুর হয়ে যায়।
অ্যালকোহলিক ছায়ামার্গ পদ্য লেখে ঝোপেঝাড়ে।

উদ্গার থেকে বেড়িয়ে আসা অন্বিত শৃঙ্গার-
চর্যা থেকে ক্রমশ মুখ তোলে আয়নায়।।

ভাস্বতী গোস্বামী-র দুটি কবিতা

বা গান

গাছ ও ধোঁওয়ার ছড়িয়ে যাওয়া আছে
বন্ধ আছে
ডাকের কাছে দূরের এগোনো
সুতোয় মুখ
ধোঁওয়া ও গুছিয়ে তোলা
এখন অন্যবাসে আছো
অবিন্যস্ত চাঁদ আর চুল
আল্ তোয় খোলা গান
হাওয়া জমে ওঠে
ভারী হয় গাছের পাখালি

তুমি রা

একটা জুলেখা হাওয়া সাবধান দিচ্ছিল
কু দিতে দিতে সকাল
হেমলাইনে বৃষ্টি ঢাকা
একটা জবরদস্তি

কিছু পুরোনো ধূলো ওল্টানো তোশক ছেড়ে যায়
আবার ডাকি
আঁকতে গিয়ে
চোখের মাস্তান
সাবেকি হাত মুখ নখে
বোরখাও হলুদ মাখে
বিন্দি ফলায়

তানিয়া চক্রবর্তী-র কবিতা

ভদ্র
পাবে যাও ছেলে-বাপ
বসে পড়ো ছুরি হাতে কুকের সাথে
আলু দিয়ে খেয়ো চাট -- ছেলের গার্লফ্রেন্ড
তোমারই মতো স্মার্ট
আসলে হও স্লিভলেস সেয়ানা
বিছানায় শুয়ে থেকো একা
মাস্টার হয়ে ত্রিফোল্ড কোরো শরীর
বেসনে মাখা স্ন্যাক্স খেও তাড়াতাড়ি

লিঙ্গের পাশ দিয়ে দুধসাদা রমনীয় পূজো
অচ্ছুত ভালগারিজম -- লাইনে পড়ো ধরা ...
আসলে পিতামহ দেখছেন জামার মধ্যে ভদ্র
তলায় রেখো সেনসেক্স

এখানে মন্দা জেনো --
ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ ভিজো
ভদ্র ভালুক হয়ে টেনো জিন
' র ' হতে পারিনি জানি --
ভীষণ আদেখলাদের শুনশান লাগে
এখন পুরোটাই কফি কারনেশন --

মলয় রায়চৌধুরী-র কবিতা

আমি এ-রকমই

'আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন', হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে দেখে
বলল একজন ভিকিরি। কিন্তু কোনো হিন্দু বইতে যে ঈশ্বর,
ওর হোক বা আমার, নেই, তা ওকে বলতে পারলুম না--
তার বদলে বললুম, 'আমি এ-রকমই'।
ভিকিরির ভিকিরিনী বলল, 'আস্তিকরা লাৎ খাবেই, দেখছেন তো
মুখ থুবড়ে পড়ছিলেন আরেকটু হলে ; ওকে দেখুন,
ভগবান-ভগবান করে মরতে চলল।' সংস্কৃত ধর্ম-বইতে
ভগবান নেই, দেবী-দেবতা আছে, বলতে পারলুম না। তার বদলে বললুম,
'আমি এ-রকমই'।
ঈশ্বর ভগবান এনাদের তো কোনো বইতে আনা হয়নি,
তবু কী করে চলে এলো লোকের মুখের ভেতরে ? কারা নিয়ে এলো ?
ভিকিরিরা? ভিতুরা ? পরাজিতরা ? বিধ্বস্তরা ? একনায়করা ?
আমার একশ পুরুষের কোনো ধর্মগ্রন্থে নেই--

তবু কেউ যদি জানতে চায়, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?'
বলি, 'হ্যাঁ গো, করি।' আমি এ-রকমই ,
অন্যের ধর্মগ্রন্থ থেকে ঈশ্বর ধার নিই, হ্যাঁ বলার জন্য।
কী আর করি। ভিকিরিদের কিছু তো দিতে হবে;
ওই দেনাটুকুই দিই। হ্যাঁ-ও আমার নয়, বিশ্বাস-ও আমার নয়,
আর ঈশ্বর, যিনি নেই, তিনি কী করেই বা ভিকিরিদের হবেন !
আমিই বোধহয় সেই ঈশ্বর বা ভগবান যার কাছে ভিকিরিদের
দেবার শব্দ বাক্য ব্যাকরণ অভিধা আছে।
--আমি এ-রকমই।

রবীন্দ্র গুহ-র দুটি কবিতা

হুজুরের দরবারে প্রিয় নারীর কথা

বলতে দ্বিধা নেই আমার নাভির আশপাশে আঙুলের অজস্র দাগ
মাঝে মাঝেই যা স্থান বদলায় অভ্র চিকচিক্
আমি শরীর জুড়ে বুনো গন্ধ পাই চেনা অচেনা অবিশ্বাস
আর বিষাক্ত চিৎকার আর চক্ষু থেকে
চক্ষুর ভিতর শেষরাত্তিরের ঝুঁকি --
এখন তো সব অন্যরকম পুঁতির দানা ক্ষতিপূরণ বিহ্বল ভয়
অভাগী শয্যায় অর্ধচেনা কৌতুকী রঙ
সর্বনাশা অঙ্গ জবুথবু
টেলিফোনে তার একচেটিয়া আস্ফালন চলতেই থাকে
বুক ফুঁড়ে উরুসন্ধিতে বুলবুলি সাপ

যত্নে বিপজ্জনক জট পাকায়
সর্বস্বের বিনিময়ে আর কি চাই ?
বৈষ্ণবভঙ্গিতে উপবিষ্ঠ শেষ অহিংস সম্ভোগ
মধ্যবয়সী মাঝ-আকাশ শুনসান চিৎ হয়ে শুয়ে
শরীরে বিনবিনে ঘাম চকিতে স্ফুরিত-গল্প ঘুমকথা পিঞ্জরের পাখি
সে যাই হোক, বিয়ের পোশাকের বক্ষবন্ধনীতে হৃদয়খন্ডখন্ড
যৌনজ্ঞানী হুজুরের আদালতে বহু মন্দ নারী কবিতার শর্ত খোঁজে
কত রকমের হিসেব-নিকেশ
মনোজগতের ঘৃণা, অশ্রু, যন্ত্রণা
এই খেলা ইকড়িমিকড়ি কলরবের, হিংসার, ধাতুমুদ্রার, রক্তমাংসের।

নিজস্ব কাচের ভুবন

বুকের মধ্যে একদিকে তুমুল জ্যোৎস্না আর একদিকে অন্ধকার শূন্যের ওপরে শূন্য
আমি অন্ধকার আঁকড়েই বেঁচে আছি -- অন্ধকার নিয়েই ইতর
আত্মার সাথে খেলা --
কেউ কেউ বিষয়টি মেনে নিতে পারেন না, খুব ধমকান -- বলেন :
" তুমি একটি খাঁটি নকশাদার, কীটপতঙ্গের মত তোমার চলন
তোমার বুকে শব্দের কঙ্কাল রিপুকরা দুঃখ আত্ম-বিনির্মিত
রক্তে অলিখিত অসুখ শিথানশূন্য এলোমেলেতা পালকের তুষ
জানি, তুমি অবলীলায় খুঁজে নিতে পারো শকুনের ঝাঁক
তুমি যতই বলো ঐশ্বর্য হারানোর খেলার কথা -- হিজিবিজি
কার্নিশে দীপ্তির কথা -- তুমুল তর্ক

তোমার আত্মার কোনো ফেডারেশন নেই -- যন্ত্রণার দাপট নেই
আসলে তুমি জ্যোৎস্না দেখোইনি, বহুত্বের মিশ্রণে
শব্দহীনতা তোমাকে একটানা শোকগাঁথা শিখিয়েছে, আর
বুকে ঢেলে দিয়েছে গাঁদাল শূন্যতা ' -- হ্যাঁ
সেকারণে হৃৎপিন্ডে এত ক্ষেদ দীনতা হীনতা পাকস্থলিতে পচন
মেধায় বিকৃতি, আসুন
শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে খুব ধমকান মারধোর করুন লাথান আমাকে
আমি তো পরাজিত হয়েই আছি, ইদানিং পিছড়াবর্গের মত ঘেটি ঝোলা
মধ্যরাতে রেসকোর্সে ছুটছি --
পার্লামেন্ট-সদস্যদের গ্রাস করছে পাওয়ারলেস্ চশমা পরা রাধা ও কানহাইয়া,
আমি কেন ঘোড়ার প্রভু হলাম না ? জীবনভর কেন আমার বুকময়
অ্যাতো নোনতা দুঃখ ?
তোমার আত্মার কোনো ফেডারেশন নেই -- যন্ত্রণার দাপট নেই
আসলে তুমি জ্যোৎস্না দেখোইনি, বহুত্বের মিশ্রণে
শব্দহীনতা তোমাকে একটানা শোকগাঁথা শিখিয়েছে, আর
বুকে ঢেলে দিয়েছে গাঁদাল শূন্যতা ' -- হ্যাঁ
সেকারণে হৃৎপিণ্ডে এত ক্ষেদ দীনতা হীনতা পাকস্থলিতে পচন
মেধায় বিকৃতি, আসুন
শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে খুব ধমকান মারধোর করুন লাথান আমাকে
আমি তো পরাজিত হয়েই আছি, ইদানিং পিছড়াবর্গের মত ঘেটি ঝোলা
মধ্যরাতে রেসকোর্সে ছুটছি --
পার্লামেন্ট-সদস্যদের গ্রাস করছে পাওয়ারলেস্ চশমা পরা রাধা ও কানহাইয়া,

আমি কেন ঘোড়ার প্রভু হলাম না ? জীবনভর কেন আমার বুকময়
অ্যাতো নোনতা দুঃখ

অলোক বিশ্বাস-এর কবিতা

একটি মনোসিলেবিক কবিতা

গামছা ও চেয়ারগুলি আমাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে ...
রাস্তা ও পাপোশগুলি আমাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে...
সকল শ্রমের ভেতর আপাতত নিজ সত্তায় আমরা কেউ নই...
আমাদের স্থান দখল করে বসে আছে ব্যালটপেপার ...
সর্বত্রগামী ওই স্যামসাং ওই নোকিয়া ওই ব্ল্যাকবেরির দল
রক্ত ও প্লাজমার নিয়ন্ত্রক... আত্মানুসন্ধানের সফটওয়্যার...
এসো ভাই বালি পাথর সিমেন্ট ও লোহার রড, ঢালাইয়ের
অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলি, তোমরাই প্রার্থনা ভক্তি বাৎসল্য রস...
পাহাড়প্রমাণ যৌনতার কোটেশনগুলি বিগ বাজার ও মলের
বস্তুসামগ্রীতে ঋদ্ধ... যত্রতত্র রাজত্ব করা পানপরাগের থুতুপ্রবাহ
মদের প্রদর্শনীগুলি আমাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে ... সচল আত্মীয়
স্বজন যাহারা, তাহারা বহু শতাব্দী পূর্বে শ্মশানে ও কবরে
শান্তিতে সমাহিত হয়ে গেছে ... কিথ এন্ড কিনের অর্থ অনর্থগুলি
পরিবর্তিত হয়ে গেছে... গ্লোবাল তত্ত্বসকল পাড়ার মুদিখানায়
চোলাইয়ের ঠেকে হোমোসেক্সুয়াল গৃহকোণে সামান্য অর্থ
বিনিময়ে এমনকি অন লোনে ও ক্রেডিটে যথেচ্ছ সুলভ হওয়ায় ...
সমস্ত অর্থ ও সংজ্ঞা বদলে যাওয়ায়, এখন বিবাহ ও

যাবতীয় সম্পর্কের নেগোশিয়েশন হতে পারে ডাস্টবিন ও
আন্ডারগ্রাউন্ড সয়ারেজের অন্তর্নিহিত ডিসকোর্সে ...
চলো আমরা সঙ্গম করি ভাগাড়ে পড়ে থাকা মৃত কুকুর ও
বিড়ালের সাথে, ইঁদুরের দুধ পান করি, ছুঁচোর সিক্রেসি অর্জন করি ...

প্রবহমান নদী আর সহজ পানসি প্রতিনিধিত্ব করে না এখন......
প্রতিনিধিত্ব করে অজস্র হত্যার আসামিরা, মন্ত্রিত্ব, মেয়রত্ব লাভ করে ...
আর সরকার যদি উদারনীতির কীর্তনগানে ধর্ষিত মহিলাদের
মাসিক পেনশন গ্রাচুইটি টি এ সহ অন্যান্য ভাতা দানে বিল পাশ
করে, আমরা তালে ... তালেগোলে গণতন্ত্রের মূর্তি বানিয়ে
পাড়ায় পরগণায় তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারি...

আমাদেরই কেউ বুড়িগঙ্গার কালো জলে ফেলে দিয়েছি বিদ্যাপতি
ও তার পদাবলী ... ভেড়ির জলে ভাসছে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ...
কালো জল, অ্যালগি ও বিষগন্ধে মাতোয়ারা ভুবন ভারতীয় সঙ্গীত
ও নৃত্যের প্রতিনিধিত্ব করে ... গোপালের অনাময় কীর্তিগুলি জ্বলেপুড়ে
খাক হয়ে যায় মাইক্রোওভেনে...
আমাদের মা যশোদা আমাদের রাধা অহল্যা মীরাবাঈ ও কল্পনা চাওলা
সকলকে ধর্ষণযোগ্য করে যে কোনো মুহূর্তে বেঁধে দেওয়া যায়
কামদুনির বীভৎস রসের চাকায় ... পুনর্বার আরও উন্নত প্রক্রিয়ায় ......

এই দেশ, কবিতা ও গানের দেশ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে
ধর্ষণ সংস্কৃতির কর্মশালায় ...
ভোট দাও, ভোট খাও, ভোটকে বিবাহ করো, ভোট নিয়ে পি.এইচ.ডি. ও রিসার্চ...

ভোট সহ বারে লাঞ্চ ও ডিনার করো, উৎসব সেরেমনি করো
ঘরে ঘরে বারে বারে টাউন হল কিংবা রোটান্ডায় ...
সত্যিটা এই আমার বীর্যে জন্মায়নি আমার সন্তান ... তারা জন্মেছে
রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার বীর্য পরিক্রমায় ...
আমাদের স্ত্রীদের গর্ভ বলতে যা বোঝায় তা আসলে বিভিন্ন পার্টি অফিস ...
গর্ভগৃহ প্রতিনিধিত্ব করে দলীয় এবং উপদলীয় ইস্তেহার ...
সর্বভুক হয়ে যাবার কোনও দ্বিধা থেকে কয়েক শতক আগে
উত্তীর্ণ হয়েছি আমরা ... আর কোন দ্বিধা নেই এখন চের্নোবিল
হয়ে যেতে, উপসাগরীয় যুদ্ধ হয়ে যেতে, হয়ে যেতে চাঞ্চল্যকর গুজরাট ...
নিদেনপক্ষে কামদুনির যৌন নাৎসিভূত হয়ে যেতে অজস্র ট্রেনিং সেন্টর
সাইবার কাফে ও সুলভ নেট কার্ড ... ইচ্ছা করলেই অর্জন করা যায় ...
চলো আমাদের ছোটবেলা বড়বেলা মধ্য ও বুড়োবেলায়
যত্ন করে সাজিয়ে রাখি নন্দীগ্রাম, ফুলমালা দিয়ে সাজিয়ে
রাখি মালোপাড়া, আমলাশোল ও জঙ্গলমহল...
চলো স্কুল মাস্টার ও সাধারণ কনস্টেবলকে ঘর থেকে তুলে
নিয়ে এ কে ফরটি সেভেনে চুরমার করে দিই ...
আর ডি এক্স পুরে দি সদ্য বিবাহিত তরুণীটির যৌনাঙ্গে ...
যে সাম্যের কথা বলি ও বলেছি, যে ভালোবাসার কথা বলি ও
বলেছি, যে মঙ্গল সমাজ ভাবি ও ভেবেছি তা কোনোদিন ,
সেইসব কথা ও ভাবনা কোনোদিন, সাম্প্রদায়িকতা - রহিত ছিল না
এবং থাকবেও না...
এবং আমরা যারা কবি ও লেখক, তারা মনে করি অন্য নারী মাত্রই বেশ্যা...
শুধু আমার মা বোন বউ ও কন্যা বেশ্যা নয় ... অন্য সকল

নারীকে ডাকলেই যেন তারা শুয়ে পড়ে অন্য কারো নয়, আমারই বিছানায়…
আমরা যারা কবি তারা ভাবিতেছি যে, লিখিতেছি এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতাটি,
অন্যরা কেবল আমাদের অনুসরণ করিয়া কিছু শব্দ সংস্থাপন করিতেছে মাত্র …
একটি নতুন শব্দ যা মাত্র আমারই শব্দ, আমারই পেটেন্ট, উহার
উদ্ভাবক আমি আর আমি আর আমি… হায় হায় রবীন্দ্রনাথ
হায় হায় মধুসূদন ভারতচন্দ্র ও চণ্ডীদাস কবেই
শব্দব্রহ্মগুলি রচিত হয়েছে তোমাদের তৎকালীন কল্পচিত্রকথায়..
ডুবে আছে কোলকাতা দিল্লি গান্ধীনগর ও সিরিয়ার শান্তিপূর্ণ কফিঘর,
শান্তিপূর্ণ আর্ট গ্যালারি … সমস্ত ডুবে যাওয়া কথা উপকথায়
গুপ্তহত্যা ও নারীপাচারে প্রতিনিধিত্বের হাত আছে আমাদের…
ধুলোবালি পচামাংস ও স্টেরয়েড দিয়ে গড়া ওই রাজনৈতিক প্রাসাদ
হতে পারে বাম পন্থার, হতে পারে ডান পন্থার যা মধ্যবিত্তিয়
প্রমাণ সাবুতের… সকল পদার্থ অপদার্থ সরবরাহ হইতেছে
আমাদের নাসারন্ধ্র বা পায়ুছিদ্র হইতে অথবা টক্সিক
খেলনা সামগ্রী দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা রাজনৈতিক দর্শন, পোস্টার
ফেস্টুনে কাট - আউটের বিশাল প্রতিমাগুলি …
নিরীক্ষাগারে ডাঁই করে রাখা সূর্যের কাটা মুণ্ডু, চাঁদের
কাটা স্তন… নক্ষত্রমণ্ডলীর কোটি কোটি বিভিন্ন সাইজের
লিঙ্গ … এইসব দিয়ে ভবিষ্যতে লিখিত হবে অধুনান্তিক
সমাজ বিদ্যার ইতিহাস…

আমরা শুধুমাত্র ব্রথেলবাসী নই… মাত্র ব্রথেলের প্রতিষ্ঠাতা নই …
ব্রথেলের প্রতিনিধিত্ব করি সকল ভাষায়, পুদিনা পাতায় পর্ণকুটিরে

ব্রথেলের প্রতিনিধিরা জড়ো হয় স্ট্রিট কর্নারে প্লেনামে কনভোকেশনে ...
যাকে বলি কমার্স ও ক্লাসিক এবং পার্থক্য রচনা করি উভয় স্পেসের ...
বিজ্ঞাপিত করে যাই পার্থক্য ও সমন্বয়ের পরিসর ... সেই মুখ...
মুখের ভাষায় অধঃ পতিত যাপনের গ্লাসে ভরে দি পুরে দি
সিগনেচার...চোলাই...ও বাংলা মদ নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাস...
নদীকে বলি আমাদের মতো তুমিও বেশ্যা পাড়ায় যাও ...
ছায়াকে বলি আমাদের মতো তুমিও কিশোরী ধর্ষণ কর বাসে ...
রোদকে বলি তুমিও আমাদের মতো রিগিং করতে করতে
শাশ্বত শক্তি হয়ে থাকো ... কেন শুধু রোদ হয়ে চায়ের বাগান
নারচার করে যাবে ...
কেন শুধু ভাণ্ডারজাত হয়ে পাচারের কাজে আলো ফেলে বিঘ্ন ঘটাবে...
বেশ্যাকে রমণ করতে করতে আমরাও বেশ্যা হয়ে গেছি...
আমরা তো সামাজিক বেশ্যা রাজনৈতিক বেশ্যা অর্থনৈতিক বেশ্যা
সাংস্কৃতিক বেশ্যা...
শুয়োর ও মুরগির মাংস খেতে খেতে
আমাদের নামধাম পদবি যেভাবেই বদলে বদলে যাচ্ছে
অন্যান্য জনপদে বিস্ফোরণের কথায় রতিক্রিয়া জন্মাচ্ছে আমাদের...

২২ শে জানুয়ারি , ২০১৩

অগ্নি রায়-এর কবিতা

এসো নীপবনে

ঘুরতে ঘুরতে বুড়ো নাড়িকেলের সঙ্গে যদি মিলমিশ হয়ে যায়, তবে পতনশীলতার দেহাতি কথাগুলি আগে সেরে নেব। ফকিরচাঁদ নাড়িকেল এখন ম্লান, তার তিনকূল পত্রহীন, উপকূলের প্রবীণ জাহাজডুবি ওর রোঁওয়া-রজ্জুতে কসমিক বিষাদ ঢেলে দিয়েছে। শ্রোণী-কাঠামোর ফিকির দিয়ে সেই সব নোনতা রোদের খাপ ধরে এখন সে বহু উঁচুতে, যে রোদ একসময় ছিল তার ত্বকের পাকশাল। নাতিদূরে যেন নিরমা পাউডারে চোবানো শুভ্র অর্কিড, মাথা নত। মরণকালে বিধবা বিবাহের আয়োজন ? এসবই শনাক্ত করার জন্য ছোঁক ছোঁক করছে সন্ধ্যা-গোয়েন্দা, তবু শুনশান ছাড়া কোনও বলার মত চিহ্ন নেই। এখান থেকে ঘটি বেচে সবাই চলে গিয়েছিল মধ্যএশিয়ার শ্রমের সংসারে, পৃথিবীর প্রাথমিক তেল তাদের দ্বিতীয় জন্ম দিয়েছে। সাগরে ভেসে আসা সেই বার্ষিক রেমিট্যান্সের খলবলি-র কাছে বনানী সবুজের গেঁয়ো ভাষা, অধুনা শয্যাশায়ী বাবার মত বেডপ্যান-লজ্জিত। ওর একা লাগে খুব

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়-এর দুটি কবিতা

ইন্দ্রজাল কমিক্স

ম্যানড্রেকের টুপিতে বস্তুত কোনো পালক ছিলনা, আমাদের আপ্লুত চোখে নার্দার সম্মোহন ছিল … জানাডুর সদর থেকে প্রাইভেট স্যুইমিং প্যুল উল্টো ক্যামেরায় বসিয়ে নিয়ে ধাওয়া করতাম সাইকেল নিয়ে, আর এক এক করে সব লোহাগেট খুলে যেত, খুলিগুহার চেয়ে বেশি সত্যি হয়ে উঠত, কারণ লৌহমানবের লোথারীয় অনুভবকে আমাদের বাপ-মা'রা কার্মার পেশার চেয়ে বেশি মর্যাদা দিতে শিখিয়েছিলেন … যেন কেউ কানে কানে বলেছিল -- ডায়না পামারের মহিয়সী কর্মময়তার মধ্যে লুকিয়ে আছে তার গাছবাড়ির প্রতি, মুখোশের প্রতি ভালোবাসা … রেক্স-এর সঙ্গে সখ্যতা একটু বাড়তেই বৃদ্ধ গুরাণ একদিন আমাদের শুনিয়েছিল রাজপরিবার, বংশমর্যাদা ও পরম্পরা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলেখ্য … ফলত ভারতীয় সনাতনী বেলা ও বাহাদুরের বিবাহ

সম্পর্কে আমরা ডাক যোগে খবর নিতাম, আর ফ্ল্যাশ গর্ডনেরও তখন কোনো মেল-আইডি ছিলনা, তাই একটা আস্ত মহাকাশ মাথায় করে সেই বোতাম-ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট থেকে আজ পর্যন্ত দৃশ্য, সম্পর্ক, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও সেইসব ছুটির দুপুরের আগ্রহের কাটা কাটা কুচিগুলোকে বেখাপ্পা জুড়তে জুড়তে এখনো অভ্যেস করছি ইন্দ্রজাল ....

নির্মাণ

কষ্টের মধ্যে যেসব হাসি থাকে, কিংবা হাসির মধ্যে যেসব দীর্ঘ সমীক্ষা : সমস্তই তৈরি হচ্ছে, মনের পুঁটুলির ফুটো দিয়ে নামা তরল ব্যাসন টগবগে তেলের মধ্যে বুনে বুনে যাচ্ছে জিলিপির ছবি, রসে ফেলবার উপযুক্ত আকার পাচ্ছে সেসব ; মেধা পাচ্ছে পরিপার্শ্ব থেকে, জল পাচ্ছে ব্যক্তিগত অনুভব থেকে, কিন্তু হাত পাচ্ছেনা ছুঁয়ে দেখার, শুধু পাচ্ছে জিভ আর লালা ....

প্রণব পাল-এর কবিতা

অন্ধকার

চোখ জুড়ে নেই চলেছে ম্যাটার টু ম্যাটারে।
কোথাও নেই বলেই তো
নিজের ডেরায় বুক চিতিয়ে সব নিবিয়ে
জানান দিচ্ছে আঁধান্তারা।
অন্যকে চেনাতে চেনাতে
আত্ম গোপন করার রাজনীতি
নিজেকে ছাড়া সর্বস্ব খুলে দিচ্ছে তিন ভুবনের বুকে।
বিশ্বস্থ মিথ ভাঙলেই

ঘুট্ ঘুটে ব্যক্তিত্ব জুড়ে ফুটে ওঠা 'আমি'রা
গুণ গুণে গুণিতক।
ব্যঞ্জনবর্ণের আলোয় লুকিয়ে ব্যঞ্জনেরকণা।
স্বরবর্ণে অন্ধকার বুনছে নিজেকে।
নেই আছি হয়ে আছে
আর মহাকাশ চষে অন্ধকার ছুটে যাচ্ছে
অনন্তরিয়ামে।

সব্যসাচী হাজরা-র কবিতা

নেবুলা

১।

অনন্ত ঘুমোনোর পর, নেবুলা ফাটিয়ে হিড় দ্রিম হিম চিৎকার
শেষ ট্র্যাকে পুত্রের বয়স পিতার ২ ১/২ ১/৮ ...
উদাহরণে লোলা দৈত্য!
দিদিমার ব্লুপ্রিন্টে টিকোলো টিকোলো আম, জাম, কলা
আমার ঠাকুরদা ঋতু সচেতন
ডেকার্ট হাত লাগায় অ খিলখিল বিশ্বে, নিখিল চাপ, কিশোরী প্যাকেজ
গুম হায়! গুঞ্জায় মিথোজীবি বুল, ঐ শব্দে স্বদেশ ফেটে যায়
মহাশূন্যে তাঁত বোনায় ক্যাসিমির আঠা
ঐ গন্ধে বেলুন ওড়ায়
তড়িৎচুম্বক হাতে আকাশ মন্থন করে
কোয়ান্টাম রায়, মাসিক সঞ্চয়, ছাত্রাবাসে পড়ে থাকা জল

কুকুর ও শশকের ৬ বার, ৩ বার লাফে ফুটে ওঠে হাড়
উদাহরণে গাভীর দেহরণ
সুষমখাদ্যে
দুধ আর
গদ্যের জল।

২।
সরলরেখায় হেঁটে যাচ্ছে মামাই ও তার বিজ্ঞান
হাতে দুই সংখ্যার লসাগু পায়ে রত্নাকর
গ্রামের ক্লাবে সভ্য সংখ্যা বদলাচ্ছে এনার্জিতে
পরমাণুর নাচ থেকে অণুগান,বিশ্ব হাঁ, মামনিও জানে নিউক্লিয়ার স্তন ও কোয়ার্কের বাজনা
ভাগ্নির গ্রহ-নক্ষত্র ছিড়ে দুলে উঠছে আলোর রানী, স্বাভাবিক সেতারে বাজাও।
বক্ররেখায় কাঁদছে মামাই ও তার ইতিহাস
চৌকিদার ও চোরের পদক্ষেপ!
পাতাল তৈরী হোক
অভিকর্ষ-সুর বাজছে রেকর্ডে
অজ্ঞাত রাশির পাশে একটি পতাকা দন্ড, একটি মানুষ, তাদের ছায়া
জামাকাপড়ের আড়ালে ঘোড়াডুম সাজ
ঢাকনা সরাও
আলোক উৎসে ত্রৈরাশিক পরিবার, সাধারণ খেলার মাঠ
১৫ জন স্ত্রীলোকের পোল্ট্রী-খামার, প্লাঙ্কের ব্লাউজ, রুবিয়ার শাড়ি
৩ মিনিটের গোলা বর্ষণ
বৃত্তে ঘুরছে মামাই ও তার ভূগোলের গোল...

৩।
স্লোগানে একাধিক ব্যক্তি ও স্ব-স্ব মূলধনে বিবাহ বদল
পদার্থের মনে সম্প্রচারিত গাছ, মজার কথায় আসি
শক্তির পুঁটলি খুলে
        রা রা রা রা রা রা রা রা হ্রিং
                একদিন
রাজার মুকুটে সোনা, রূপোর অনুপাত
                কাঁচা আমের কাছাকাছি
হাসপাতালে রুগি, নার্স, ডাক্তার
            হুবহু একই স্পিন
পুরুষের স্ত্রী-শক্তি পেরোচ্ছে দরজায়
            অ-ঠ শব্দ
উদভ্রান্তের যাদুঘরে সুপারনোভার ক্যানাইন, ১২২টা জাহাজ, নেকড়ের লক্ষ্যে দেবতার গ্রাস

এখন
গোল্লু ছোবল মেরেছে
  গোল্লু ক্লিক করেছে পাশের পাড়াতে…

৪।
প্লাঙ্ক'স লেংথ-এ আছাড় খাচ্ছে গভীর রাতের প্রাণ
সিমেন্ট, বালি, পাথরকুচির পাশে কালোশক্তি হাতে… হাতে… অমরনাথে
লাভ-ক্ষতি বন্টন করে নতুন পিতলে হামা দিচ্ছে দস্তা
হিয়া দিয়া হিয়া স্পেসে এক্স লিটার সিরাপ, আপনি দুগ্ধপূর্ণ ছিলেন

ছোটো বড়ো সব রকমের নেবুলা, আপনার পোশাক হোক
জল মেশানো মদে ভাসানো হোলো ম্যাডাম রোজেটা ও ৫০ টি মুরগির ফ্যাশন-শো
অবিশ্বাস্য টিউনিং ! মহাবিশ্বের ভ্রূণ শনাক্ত করছে রবীন্দ্রনাথ
ঢিপ ডিপ ডিপ ঢিপ আওয়াজে ফাটছে সমার্থক শব্দ
জনসংখ্যার সব পুরুষ বাজি ধরে হারালো আমন ধান, আপনার শরীর রত্না ধানে ফিরুক
প্রমান করো, ঘোড়ার মূল্য গরুর লাশের দ্বিগুন ছিল
প্রমান করো, আপনি আমি দহরে ছিলাম ...

৫।
ব্রহ্ম বাঁচাতে রান্না করুন বৈদ্যুতিক কুকিং মেশিনে
বিশেষত্ব ১লিটার কবিতা ঝটপট গরম করে দেয় মাত্র কয়েক সেকেন্ডে
প্রাচীন ঋষিরা মুখ বন্ধ করে খেলে, মায়াতে ফিরছে ৪০০ওয়াট
কোন রকম ধোঁয়া না থাকায় জগতকে আমি মিথ্যে ভাবি
চিরতা অন করে চিরন্তনে অমৃত, মৃত্যুর ছায়া
প্রকাশ মাত্রই ভারতবাসীর বিপুল ক্ষতি
আওয়াজটা লড়াকু মহিলার পেছনের পায়ের মতো
বিল লিক কিক
যন্ত্রটি এতই হালকা , মশলা মাখালেই মাত্রাবৃত্ত রেডি
বুন অনে গায়ত্রীমন্ত্র জীবাণু থেকে যাত্রা করে চিত্তের ঘাটে
ফ্রি হোম ডেমোর জন্য আজই ফোন করুন

অরূপ চৌধুরী-র কবিতা

ফাঁসি গাছ

শূন্যের ক্যানভাসে যতোই ছুঁড়িনা কেন মুঠোর সোল্লাস,
ফিরে ফিরে আসে সেই লাশ
শূন্যের মাথা ঝোঁকে -- চাপ হয় -- ভাঙ্গাচোরা ও থমথমে
ক্যানভাসের নীচে সে দ্যাখে
সোল্লাস-ফোল্লাস নয়
আলগা মুঠো আরও একটু আলগা হয়ে খুলে যাচ্ছে
কব্জির চাপে
আর সেই লাশ আরও হাজার লাশের চিৎকারে
ঘিরে ফেলছে বেজান ক্যানভাস
দুনিয়ার লাশ তারা -- একজোট -- মৃত্যুর পর আজ আর
ম্যাজিনো লাইন কিছু নেই -- ধর্মঘোঁট নেই -- পিছুহত্যা নেই
মানুষ-জন্মের যতো বিষ ছিলো -- হেমারেজ -- স্ট্র্যানগুলেশান
সেসব পেড়িয়ে আজ লাশেদের গণ-আদালত
সমস্ত ব্যাহস শেষ -- জাঁচ শেষ -- প্লাবিত জ্যোৎস্নার প্রেতলোকে
আজ সেই হল্লাবোল আর নন-স্টপ জশনের রাত
আজ রাত সেই রাত -- হিসেব চুক্তা হবে বেজুবান প্রতিটি হত্যার
আজ রাত সেই রাত -- হার্মাদের রক্তে খুব গলা ভেজাবে
প্রাচীন ফাঁসিগাছ
হাড়-মাস কিছুই রাখবে না --

গোলাম রসুল-এর দুটি কবিতা

খুদে খুদে মেঘের সময়

সকলে দেখতে পাচ্ছে জল পরিস্কার হয়ে আসছে
আর সেই পরিস্কার জলের পেছনে অত্যাধুনিক গাড়িগুলোর মতো
পর পর অপেক্ষা করছে খুদে খুদে মেঘের সময়
আমার ঘরের ভেজা আয়নায় ছত্রাকেরা আসতে শুরু করেছে
আর জানলা বন্ধ করে আমি বাজনা শুনছি ঘরের ভেতরের প্রাচীন ভোরের
আকাশও এত মেঘাচ্ছন্ন বেশ বোঝা যাচ্ছে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে নিরীহ প্রাণীরা
দিগন্তের গায়ে শিশিরের ফোঁটাগুলো কুড়োতে গেছে বনের মেয়েরা
বৃষ্টি দৌড়ে আসছে পালকের মতো খানাখন্দ ডিঙিয়ে
ক দিন ধরে আমার কিছু কিছু ব্যথা যোগ দিচ্ছে মেঘের সাথে
আর তারা উত্তুরে হওয়ার আগে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে
জলাভূমি
পার্থনার লাইন আর গাছ
আমি রোজ এইসময় দেখি প্রকৃতি স্মরণসভা করছে
আর সূর্যের গোড়ায় যেখানে আমাদের নৌকাটা বেঁধে গেছে
সেখানে নেমে মাঝিরা টানাটানি করছে পৃথিবীকে ভূমিষ্ঠ করার জন্য
দুঃখরা চলে যাচ্ছে সাদা হাঁসের ডানায়
সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে
জোড়াতালি দেওয়া আকাশ
সকলে দেখতে পাচ্ছে জল পরিস্কার হয়ে আসছে

আর সেই পরিস্কার জলের পেছনে অত্যাধুনিক গাড়িগুলোর মতো
পর পর অপেক্ষা করছে খুদে খুদে মেঘের সময়

একটি বৃষ্টি ও বিন্দু থেকে ছুটে আসছে আমার দিকে
ও বিন্দু থেকে একটি বৃষ্টি ছুটে আসছিলো আমি তার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম
ছেলেরা অঙ্ক কষছে তার গতিবেগ নিয়ে
আর আলো ওখানে রেখে রেখে যাচ্ছে গানের সুর

কাল সারারাত নক্ষত্ররা ভিজেছে
এখনও জলের তলায় রাত্রি জমে রয়েছে
সাকনিতে ছেঁকে নিয়ে নক্ষত্রগুলোকে মাছের মতো ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি আকাশে
যদি তারা আবার বেঁচে যায়

সূর্য এমন ঢেকে আছে পৃথিবী যে দুঃখের দুই পিঠে রোদ পড়ছে
ঢোল বাজছে নৈঃশব্দে
অদ্ভুত গরম লাগছে

কেউ কেউ আমাকে শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছে সাদা
আমি তাদের উদ্যেশ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি আমার দৃষ্টিভঙ্গী

কিছুদিন আগে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম
কাঠুরিয়া কাঠ কাটছিলো মেঘের ভেতরে
আর বাঘে তারা করছিলো হলুদ চাঁদটাকে

আমার হৃদয়ে বসানো হয়ে গেছে কাঁচের লেন্স

বৃষ্টি পড়ছে
আর একটি বৃষ্টি ও বিন্দু থেকে ছুটে আসছে আমার দিকে

শুভাশিস ভট্টাচার্য-র কবিতা

ধর্ষিতা ও ধর্ষকের দলে

হাতে হাত
মোমবাতি
রাস্তায়
চোখ খোলা
মিছিল চিৎকারে
ধর্ষিতা ও ধর্ষকের দলে
আজ আমি
কাকে দেখছে
ওই মোমবাতি
কাকে দেখছে
ওই আলো
সেদিন দরজার ফাঁকে
আধ ঘুমে
মায়ের কান্না
বাবার চিৎকার
-আমার টাকা

আমার সংসার
মানিয়ে নাও
নয়তো রাস্তায় -
বাবার চকচকে জুতো
মায়ের সেফটিপিন
লাগানো ব্লাউস
-চোখ খোলা তবু
মোমবাতি জলেনি হাতে
সেদিন মেঘলা বিকেলে
শিমুলতলা স্কুলএর
মৈথুনে মগ্ন লুঙ্গি তোলা
দারোয়ান আমি
কোলে বসা
ছোট ক্লাসএর মিনতির
স্কার্ট এর নিচে হাত
প্যানটির পাতলা পর্দায়
চেপে ঘসে দেই পুরুষাঙ্গ
মিনতির দুই পায়ের ফাঁকে বীর্য
-চোখ খোলা তবু
মোমবাতি জলেনি হাতে
স্কুলএর শাড়ির দলে আমি
সিগেরেটের ধোঁয়ায়
পাক খেতে খেতে

রাস্তার ঠেকে
ছুটে আসে
তীব্র অ্যাসিড
-খানকি এদিকে আয়
-তোকে ১০৮ বার
-তোর ফুটোতে
আমার ঝরনা ঘি
-চোখ খোলা তবু
মোমবাতি জলেনি হাতে
রাজধানীর রাজপথে
কামদুনির চোলাই ঠেকে
মুম্বাইয়ের পরিতক্ত কারখানায়
পুনের দিনমজুরের অস্থায়ী আবাসনে
আমার বন্ধুরা ওর পা চেপে ধরে
আমি স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা
যোনিপথে হাত ঢুকিয়ে
ছিঁড়ে আনি জন্মের গোপন রহস্য
-চোখ খোলা তবু
মোমবাতি জলেনি হাতে
রেপড হওয়ার অপরাধে
দোষী সাব্যস্ত আমি
অনবরত
-ছিনালি করছিলি?

-দুই আঙুল পরীক্ষা
-সতীচ্ছদের শিথিলতা
-তুই কি দেহ ব্যবসায়ী ?
-ওরা কি তোর্ খদ্দের ?
-চোখ খোলা তবু
মোমবাতি জলেনি হাতে
আজ হাতে হাত
মোমবাতি
ধর্ষিতা ও ধর্ষকের দল
মিছিল শেষে
বাড়ি ফেরে
অনেক রাতে
ধর্ষিতার কান্না
ধর্ষকের চিৎকার
-আমার টাকা
আমার সংসার
মানিয়ে নাও
নয়তো রাস্তায় -
-চোখ খোলা তবু
মোমবাতি জলেনি হাতে

দীপঙ্কর দত্ত-র দুটি কবিতা

বাহনুবাচ

INNOVA DL 5CA E 1456 :
মাটি বেয়নেট বিদ্ধ, একশো আঠাশ গাঁড় ওল্টানো রাইফেলসারির গুসল চৌহদ্দি
ঘটিজল খলবলি ভূঁয়ে পাঁচ পা পড়ে না
যৌনা ছপর ছপর করছে জিওল এলোকেশ, উদোম ছেতামণি
ঘূণপোকাদের উসখুস দাঁতন, চালিশ চোরের চিচিং হাঁচোখ নিমরানা গয়ের গিলছে
উইন্ডস্ক্রীন, ডি সি পি দিনেশ পালিওয়াল --

SCORPION CG 3A 13B 10:
বালিবস্তার বাঙ্কার থেকে দুই আর্মড় ঠুল্লা এসে বসে
স্যান্ডউইচ প্রজানুরঞ্জন
ছেনাল সাইবার উইডোটিকে বাগানবাড়ির রাস্তা বাৎলিয়ে গ্যালাক্সি অফ হয়
লালবাতির উড়াল থামছে পুলের বর্তুল শিলিশিলি গাছগুঁড়ির
রাবিশড় প্রেগনেন্সি রিউমারে
ঝাঁকের মেঘ থেকে মানুষীর ঝাঁক ঝাঁক প্যারাড্রপ আর আটাত্তর আবাঁট স্ট্যাবিং শেষে
বনাঞ্চল কোহরাম ব্যাদানে গিলছে সূর্য, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় --

SWIFT DZIRE DL 10C W 4673:
বায়োস্কোপের একেকটি ঘুলঘুলির ধিনকা চিকায় চুপি দিয়ে
গানি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসা তোমার বাহান্ন প্রত্যঙ্গের স্নান দেখছি
ব্রুটাল, প্রিমেডিটেটেড, কোল্ড ব্লাডেড, হিনিয়াস,

ডাস্টার্ডলি ডায়াবোলিক্যাল শাওয়ার এজলাসে
ব্রোমাইড লেজারদের ণ-ত্ব বিধানের মারিহুয়ানা হ্যালো ও হঅলোর
মূর্ধন্য ব্রোচগুলো ফুটিয়ে ফুটিয়ে ক্যাপ্সিকাম ও বৈরী হরিণাদের পাঁশুটে মাংসগুলো গাঁথি
হ্যালুর হাল্লাবালু রেভ
ডি সি পি-র ইক লওতা বংশের বাতি নিখিল পালিওয়াল, দেখিল সে কোন ভূত ?
খোখো খেলতে খেলতে অ্যাসিড হাউসের উবু দস্তানারা বেসগীটারের ছিলা থেকে
লাফিয়ে ওঠে, বাঘিন নখ খুবলে আনে কণ্ঠার কচকচি হাড় --

FORTUNER MH 9C Y 2323:
ক্ষুন্নিবৃত্তির পর পেঁচার চোখ বুঁজে এলে চাঁদ ওঠে
জ্যোৎস্নায় জিগর টুকরার অটপসির পর সূঁচের কারু ফোঁড়াই
ফল্স সিলছে ঝিঁঝিদের মিমিক্রি দিঘীপাড়
একটি শরীরী প্রেম যায় আরেকটি আসে মাঝখানে আমরা যে সাইবার গান্ধর্ব বিয়েটা করি আর
কিল্লি বরাদ্দের অনলাইন ছা-পো হয়, মন্টেসরি থেকে গার্জিয়ান কল এলে
আমি বলি তুমি যাও, ও বলে রান্ডোয়া তুই যা, তুই না বাপ, ডরপোক !
অতঃপর কাদার ক্বাথ থেকে বাকী ইঁদুরেরা বেরোয়
টেবলের লোনা পারমেজান চীজ-ব্লক কুরেত কুরেত অ্যাকোয়ার ধনুষ ছুঁয়ে
লেফ্ট হ্যান্ড মেরিন ড্রাইভ
সুরা সুন্দরীর শুয়ো, উন্নিস কা ন্যাগিং মেহেরউন্নিসা আর আমি বাতাস উনহনচাশ
ব্রাহুক ডাকছে   মাদল   বল্লরীর ধামসা ধামসা হেল্পডেস্ক
অত্রকৃত্যে বারবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বহু সম্মতঃ --

রঞ্জিশ

আগুন শিঠিয়ে ঠান্ডি মেরে এলে এক্স ইউ ভি ফাইভ ডাবল ও -র খোলনলচে
হুই টিপটিপ টংঘর গজালো বাজরা খলিয়ান
ল্যাংকি কুত্তির স্টকিংসের মশারীর নিচে চড়ুইভাত রাত্রে ফকিরচাঁদ শুয়ে
ভোরে উঠছে গন্নাশেঠ রিসোটো আলা মিলোনিজ
বেয়নেট এই হাইটে হাতির বাইরের দাঁতের মতো স্রেফ দিখাওয়া, তাই খুলে রাখি
নস্ট্যাল জিয়া না যায়ে
রিগর মর্টিস সেট ইন করার পর
না সোফির মেজরা ক্লোজ হয়
না গাগার পি পারফিউমের দোক্তা সাইড ওয়ালস্ -এর মাইনরা
বাতিরা যখন ঝিমোয় পুরবৈয়ার চোখ ফুটছে পিস্তাচিও
আর খামারের মাইকে মাইকে রেডিও মির্চি
ট্রিগারে টরেটক্কা ফিঙ্গারিং আদিগন্ত বুলেট ব্রূহাহা
ছল্লি ছল্লি ভুঞ্জ ডালো বাইক বাহিনী ---

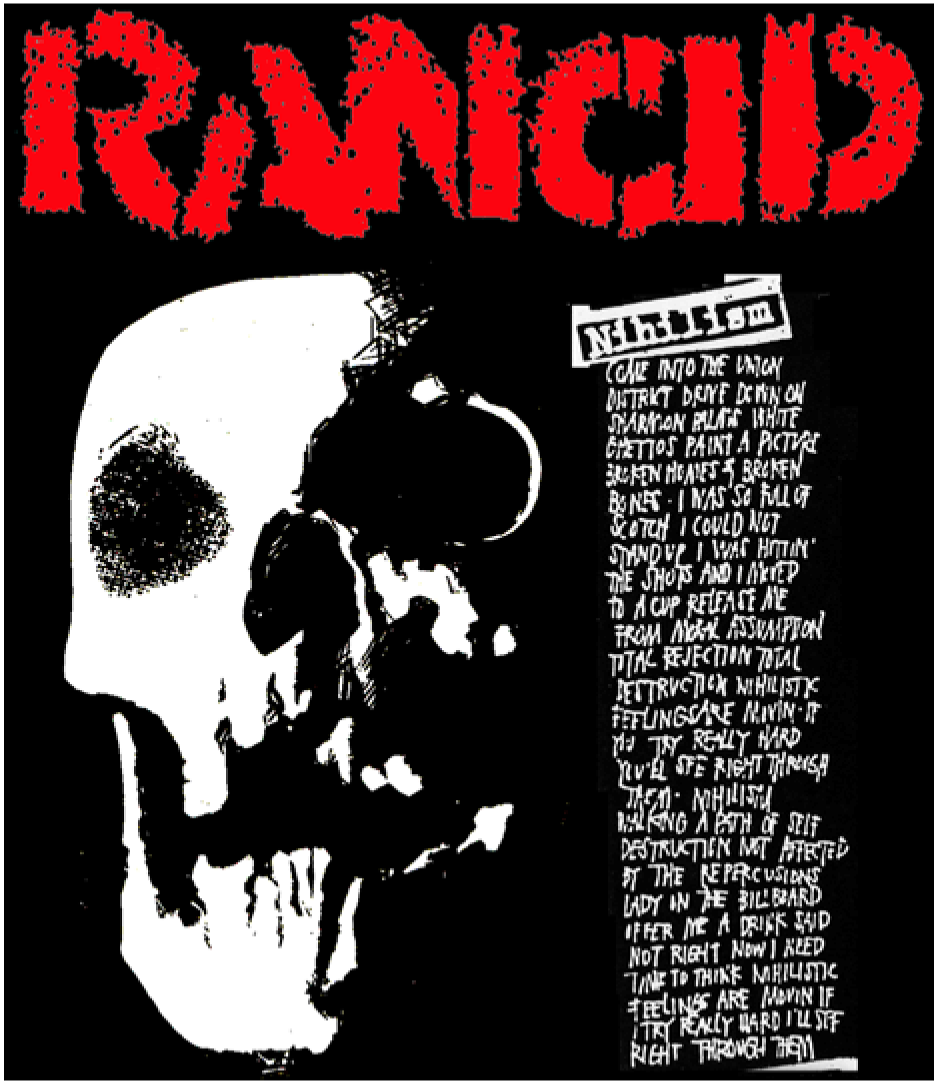
RANCID
NIHILISM
GHETTOS PAINT A PICTURE
SCOTCH I COULD NOT
TOTAL REJECTION TOTAL
DESTRUCTION NOT AFFECTED
BY THE REPERCUSSIONS
LADY ON THE BILLBOARD
NOT RIGHT NOW I NEED
FEELINGS ARE MOVIN IF
RIGHT THROUGH THEM

<u>অনুবাদ কবিতা</u>

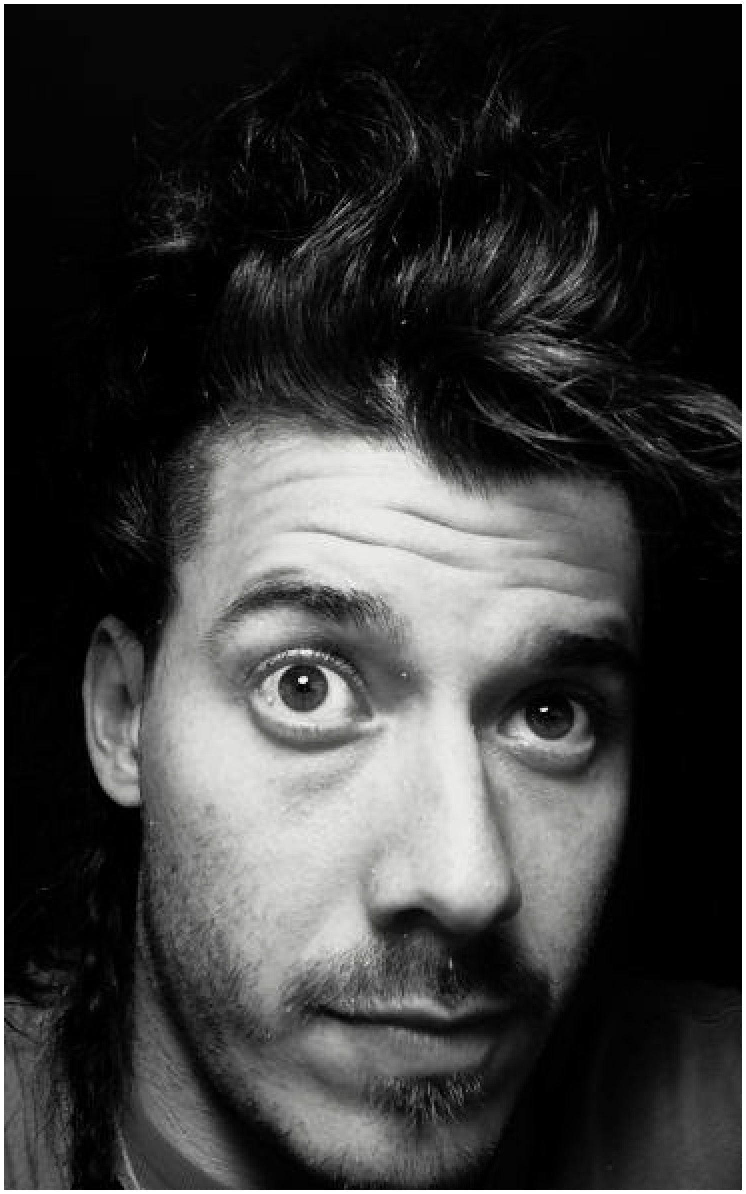

PABLO SABORIO

নিহিলিস্ট কবি বলে চিহ্নিত কবি পাবলো সাবোরিও নিজে জোর গলায় আপত্তি জানিয়েছেন, অন্য আরেকটি কবিতায়, যে তিনি নিহিলিস্ট কবি নন। এটা অনেকটা নিয়মসম্মত বা স্বাভাবিকও বটে। নিহিলিস্ট দর্শনে নামাবলী, দাড়ি-পাগড়ির জন্য কোন জায়গা নেই। কোন ব্র্যান্ডিং চলে না। নিহিলিস্টরা কবিতায় বিষয় থাকাটায় স্পষ্ট আপত্তি রাখে। ওরা ২১ শতাব্দীর কবি, কাজেই পোস্টমডার্ন শব্দটাকে ওরা পেরিয়ে যেতে চায়। পোস্টমডার্ন তত্ত্ব গুলি নিয়েও ওরা তেমন মাথা ঘামায় না। কবিতায় ভাষাগঠন, মেধাপ্রয়োগ, পরীক্ষা-নিরিক্ষামূলক ছটফটানি, জ্ঞানগম্ভীরতা, দার্শনিক তত্ত্ববিতরণ - মোদ্দা কথায় কবিতার মতো কবিতাকে এঁরা মান্যতা দেন না ও তার প্রচলিত তন্ত্রগুলিকে অস্বীকার করেন। "আমরা" কবিতাটির রচনাকাল ২৪শে অক্টোবর ২০১৩। "চুস্ত তত্ত্ব" কবিতাটির রচনাকাল ৩০শে আগস্ট, ২০১৩।

অনুবাদ: দিলীপ ফৌজদার

আমরা

ওরা আমাকে বলেছিল কাঠামোটাকে
দুমড়ে নিংড়ে একটা ঘর বানাতে
আর জানালাগুলো খুলে দিতে
যাতে বাইরে বেরিয়ে আসে
ভেতরের সুবাতাস
দ্যাখো আমি তো অনুগতই ছিলাম
সরিয়ে ফেলেছিলাম হাসির পোঁচ
যেন নেমে এসেছিল একগুচ্ছ আলোর ঝিল্লি
অলৌকিকতার কোনটিতে
আর এই মালটা
চেতনা
ঝুলছে

হওয়ায় ধুলোর মতো
কিন্তু আমরা
সেরে ফেলেছি আয়োজন

আর আসক্তি আসবাবের
মত কঠিন

মহগিনি আর লোহা
স্বপ্ন আর বাস্তবের মতো
একে অপরের সঙ্গে
বিনুনিতে বাঁধা

কোথাও আছে
এই সমস্তর এবং পৃথিবীরো
যেখানে শেষ হবো হবো
একটা ছোট্ট সুন্দর
হাওয়া বেয়ে বেয়ে উঠতে থাকে
পতঙ্গের মতো
যেটা দৃষ্টির বাইরে গেলে
মিলিয়ে যায় যেমন

বাদবাকী আমরা

চুস্ত তত্ত্ব

কেননা কবিরা আপন আপন ছন্দ মিলএ সুর আনতে একটা করুণ যান্ত্রিকতায় আটকে যায় -- বায়রন

পাষান ভারী হয়
শক্ত অনুমেয়ভাবে স্থিতও

কোনাগুলো এবড়ো খেবড়ো
আর ওপরটা বোবা
যেন একটা পাথর অথবা নুড়ি
বলতে গেলে এগুলো সব একটাই কথা

ভাষা একটা আলো
ফিনফিনে অনুমেয়ভাবে বহুমুখি
যার কোনাগুলো মোলায়েম যেন গলছে
তার বাইরেটায় জোর আওয়াজ
যেন একটা ভাবনা কিম্বা একটা শব্দ
বলতে গেলে এগুলো সব একটাই কথা

কবিতা ভাসমান
শাঁসহীন অনুমেয়ভাবে স্বতস্ফূর্ত
উজ্জ্বল ব্যবস্থাপনায় বাঁধা
যার পরতগুলি সর্বদাই বোঝাপড়ায়
যেমন বিমর্ষতা অথবা গভীরতা
বলতে গেলে এগুলো সব একটাই কথা

কবিতা ক্যাম্পাস : আটের দশকের কবি ও কবিতা সংখ্যা
আট দশকের কবিদের নির্বাচিত কবিতা ছাড়াও থাকছে
কবিদের নিয়ে প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠার আলোচনা
প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটির দাম ১৭০ টাকা
সম্পাদক: অলোক বিশ্বাস
৪৮/২, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া, হাওড়া- ৭১১১০৬
মোবাইল : ৯৪৩৩১৩০০২৩, ৯৮০৪৯৮৯৮১

AMAZING SAND ART VIDEO

Sand Artist B. Hari Krishna Pays Tribute to
Delhi Gang Rape Victim Nirbhaya

খুব ভাল হয়েছে দীপঙ্কর। হাইলি স্পিরিটেড। সবগুলো কবিতাই সিরিয়াস পঠন দাবি করে। এবারে ইংরিজি কবিতা এবং অনুবাদ যুক্ত থাকায় ম্যাগাজিনের মান বাড়লো। সাবাস। তবে ওয়েবজিনের ভিড়ে ত্রৈমাসিক একটু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখ কিভাবে এটাকে মাসিক করা যায়। -- বারীন ঘোষাল

Wao, Dipu, BENEFIT OF DOUBT is a great poetory. Ei POETORY naam-ta ami banalam, meaning, neither a story, nor a poem, but its an oscillation from story to poem and vice-versa. Kobitar mato galpo na, ba, galper mato kobita na. Kobita ar Galpo dutoi ache nijoswa dolone, chuye jacche, sore jacche, interfare korche na. Language is truly daisporic. A great composition. Jagte raho. -- Barin Ghosal

Agni,
Shunyakaal dekhlam, mon diye porlam..Besh kichhu lekha dhakka debar mato, tomar tao.. R Anuradhadi ki Bangla kobita chhere dilo ! Kono Bangali English er adhyapok/ adhyapika to ei bhul ta korenni including Jibanananda, Bishnu Dey, Jagannath Chakraborty emonki Subodh

Sarkar !! Jai hok Deepankar babuke dhanyabad dewa uchit, asadharan sankhya..
-- Amitava Mukhopadhyay

I Got reference of your web magazine from Kaurab. I would like to congratulate you on very nice and powerful issue. -- Subhasis Bhattacharya

অসাধারন প্রয়াস ! কাব্যনাট্য-টি বারতি প্রাপ্তি। -- ইন্দ্রনীল বক্সী

darun darun valo. -- Prasantta Das

প্রিয় দীপঙ্কর, পড়লাম, ভাল লেগেছে। প্রকাশ পেলে দয়া করে জানাবেন। শুভকামনা। -- চিরঞ্জয় চক্রবর্তী

এবারে শূন্যকাল এ আমার সবচেয়ে বড় পাওনা বুবুনের কবিতা (সৌমেন বসু). আরো সুখের হোক আরো সুন্দর হোক। চলছে......চলবে। -- অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়

Dipankarda : besh bhalo laglo. Pore aro bhalo hobe asha kori. Allen Ginsberg er kobitar onubadtio khub bhalo legeche. Bhalo thakun. -- Badruzzaman Alamgir 118 Harvin Road, Upper Darby, PA 19082, USA

Dhannyabad Dipankar link-ta pathhabar jonnyo. Aro valo laglo sadarpe nijer kandhei dayittwa-ta tule niyechho, seta dekhe. ..... lekha-likhi samparke bichakhhyan mantabbyo korte jabo na, shudhu uddyog-take mahimannwita korte ichhe holo. Besh pourush niye sajano hoyechhe SHUNNYAKAL. Lekha pathhabar ichhe jagchhe, kintu font-matching korbo kivabe !... pdf kore debo tomar mele. Anek shuvechhay.....
-- Pranab Chakraborty

Apnader patrikay je dharaner kabita prakashita hoy ta amar pachhander nay. Sudhu parbar janya ami ekta kabita pathalam alada mail-e. Pratikriya janaben. -- Kedarnath Das

ei matra sankhati pelam/ pratham sankha ki pathano jabe? --- Kalyan Gangopadhyay

PUROTA PODAR POR BES ANANDA PACHCHHI....SAB LEKHA SABSOMOY MONE NAO BA DAAG KATTE PARE, TOBUO DIPANKAR DA APNADER UDYOG BESH SAMBHABANAMOY HOICHOI FELAR DIKE NIE JACHCHHE....ARO FRESH LEKHA, ANUBAD BA BADANUBADER CHITHI CHAPATI CHAI...DELHI HATTERS NIYE JANI TO KICHHU KICHHU ...TAI BOLCHHI ETA ANYO EK ADDA TIRTHO HOYE UTHUK...ABASHYAI PRODUCTIVE KICHHU CHINTONER ASHAY...PORERPOR SHUNYOTA THEKE GOBHIR SHUNYER SIMAHINOTAKEO BHANGUK EI PAGLAMI.....USHNOTY SAMIL AMI'O...ROILAM.....

-- PRADIP CHAKRABORTY

ektana porlam, Dipankar, ei dbitio sankhya shunyakaal. chaabuker mato kagaj hoyechhe, sab dik theke. jatota samay die porhle alada kore lekha nie katha bola jaay, tatota samay dite parini, sbikarjo. pore abar likhe janabo. bhalo thakis.

-- Ranjan Moitra

শূন্যকাল! আমার অভিনন্দন! বিভাগ ধরে ধরে বলছি সম্পাদনা অনেকটাই ভালো এবার! কবিতার ক্ষেত্রে আমি যে পরিসর পছন্দ করি সেখানে চারিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ! আমার এই চারণা উৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে অসাধারণ সব লেখার গুণে! রতনকে বারীনদার লেখাটা পড়ে বেশি করে মিস করছি! চলতে থাকুক শূন্যকালের এই শূন্যতাপূরণ ! -- স্বপন রায়

valo hoyechhe - ekta sampadakiyo thakle pathak mejajta dhorte paarto. Protibad na Kobita na sudhu protibader Kobita ei sab sansshayer kichhu kholasa thakle valo hoto bodh hoy. kobitaguli valo bachha hoyechhe. Mone hoy paraborti sankhyagulite aro anek bandhura jogdan korben. -- Dilip Fouzdar

Dear Editor, Amra apnar potrika porlam, khub bhalo laglo. Agami dine aro porar appekhai thaklam. Bhalo thakun, dhanyabad saho. -- Chittaranjan Debbhuti, Editor, Pahar Theke Sagar, Dt-Darjeeling, WB

sankhyati somoyopojogi, sundar. subheccha roilo. jogajog thakbe. bhalo thakben. -- Tushar Kanti Roy

ITS GREAT ! ITS MY FIRST EXPERIENCE TO READ THIS TYPE OF MAGAZINE. CONGRATULATIONS. WISHING U ALL D BEST. N SAROD SUVECHCHHA.
-- SANJOY SARKAR

dada, apni kolkatay jodi kokhono asen dekha korle bhalo hoy.

plz dekhun - www.mukherjeepublishing.com

I love it. -- malay ghosh

Your magazine brings a special kind of freshness. -- Trishna Basak

Sunyakaal parlam. Prachesta bhalo. -- Arundhati Sengupta

Happy New Year